গাজায় হামাসবিরোধী বিক্ষোভ, যুদ্ধবিরতির চাপ বাড়ছে

● ● ● ●

সারে-জমিন

ঈদের সময় পরীক্ষার সূচি পুনঃনির্ধারণ দাবি এসআইওর

রূপসী বাংলা

ইসরায়েলের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাই এখন হুমকির মুখে

সম্পাদকীয়

গ্রীষ্মের শুরুতেই পুরুলিয়ার নানা প্রান্তে জল সংকট

সাধারণ

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২৮ মার্চ, ২০২৫
১৩ চৈত্র ১৪৩১
২৭ রমজান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

২৫ বলের ১২ টিতেই চার-ছক্কা, পুরানের তছনছ হায়দরাবাদকে

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 85 ■ Daily APONZONE ■ 28 March 2025 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গে সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসাগুলিতে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের ২০২৩ সালের পরীক্ষার ফলপ্রকাশের উপর অনির্দিষ্টকালীন স্থগিতাদেশ জারি করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিধি না মানায় পরীক্ষার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী। সেই আবেদনকে মান্যতা দিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট মাদ্রাসায় নিয়োগে স্থগিতাদেশ দিল। মামলার পরবর্তী শুনানি ১ মে। ফলে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের ৬১৪টি মাদ্রাসায় নিয়োগ হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। ২০২৩ সালে মাদ্রাসায় পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। অভিযোগ, নিজেদের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অগ্রাহ্য করে প্রশিক্ষণ শেষ না হওয়া চাকরিপ্রার্থীদের পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেয় মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। তার বিরুদ্ধে মামলায় স্থগিতাদেশ মিলল।

পড়ুয়া কমায় গুজরাত সরকার বন্ধ করে দিল ৫৪টি সরকারি স্কুল

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রের শাসক দল বরাবর দাবি করে আসছে প্রধানমন্ত্রী মোদির রাজ্য গুজরাত হল উন্নয়নের প্রতীক। আর সেই গুজরাতে এখন সরকারি প্রাইমারি স্কুলে ক্রমশ কমে আসছে পড়ুয়াদের সংখ্যা। পড়ুয়াদের সংখ্যা এতটাই কমে আসছে যে তার ফলে গুজরাতে বন্ধ করে দিতে হচ্ছে একের পর এক সরকারি প্রাইমারি স্কুল।

গুজরাত সরকার ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে বিধানসভায় জানিয়েছিল যে শিক্ষার্থী ভর্তি হ্রাসের কারণে গত দুই বছরে ৩৩ টি জেলার ৫৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী কংগ্রেস বিধায়ক কিরীট প্যাটেলের (পাটান) এক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। দেবভূমি দ্বারকার নয়টি স্কুল বন্ধের নোটিশ দিয়েছিলেন। তারপরে আরাবল্লী (৭), আমরেলি (৬) এবং পোরবন্দর (৬)-এর স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তীব্র ভাবে কমে আসছিল। জুনাগড়ে চারটি এবং ছোটা উদয়পুর, কচ্ছ এবং রাজকোটে তিনটি করে স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, যা ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। খেড়া, জামনগর এবং নভসারি প্রতি জেলায় দু'বার করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যা চলমান প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ফাঁস আরও শক্ত করেছে। এই সঙ্কট ভাবনগর, ডাং, গির সোমনাথ, মহেসানা, পাঁচমহল, সুরাট ও সুরেন্দ্রনগরের একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় হারিয়েছে, যা শিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত হওয়ার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে। স্কুল বন্ধ হওয়া ছাড়াও গুজরাতের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিকাঠামোগত দুর্দশা এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কংগ্রেস বিধায়ক শৈলেশ পারমারের প্রশ্নের জবাবে সরকার বিধানসভায় স্বীকার করে যে ৩৪১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র একটি কক্ষ নিয়ে চলছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে কর্মকর্তারা কম শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যাকে দায়ী করে যুক্তি দিয়েছিলেন কম শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন ছিল। তবে, জরাজীর্ণ কক্ষগুলি ভেঙে ফেলার ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। কর্তৃপক্ষ নতুন শ্রেণিকক্ষ তৈরি না করার কারণ হিসাবে জমির অভাবের কথা উল্লেখ করেছে, শিক্ষার্থীরা একটি কক্ষে গাদাগাদি করে বসছে, যার কোনও সমাধান করার দিকে কোনও লক্ষ্য নেই গুজরাতের স্কুল শিক্ষা দফতরের। ২০২৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গুজরাত সরকার বিধানসভায় স্বীকার করে যে রাজ্যের ৩২,০০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১,৬০৬টি চলছে যেখানে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের দেখাশোনা করছেন মাত্র একজন শিক্ষক। সরকার আরও জানিয়েছে, গুজরাত জুড়ে ৫,০১২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠের অভাব রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সমানভাবে উদ্বেগজনক।

অক্সফোর্ডে পিয়ানো বাজিয়ে মাত করলেন মমতা

আপনজন ডেস্ক: লন্ডনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজের আয়োজনে 'বাংলায় মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং তার সাফল্য' শীর্ষক বক্তৃতা দেওয়ার আগে পিয়ানো বাজিয়ে সবাইকে চমকে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বেলা দুটো নাগাদ অক্সফোর্ডে বাসে করে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা অক্সফোর্ডের গবেষক শাহনাওয়াজ আলি রাইহান। যেহেতু সন্ধ্যায় বক্তৃতা তাই ব্যানডল্‌ফ হোটেলে বিশ্রাম নিতে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেসময় হোটেলের লবিতে থাকা পিয়ানো দেখে থমকে যান তিনি। বাজানো যাবে কিনা জিজ্ঞেস করতে হ্যাঁ সম্মতি মিলতেই পিয়ানোতে সুর তোলেন, রবীন্দ্রনাথের 'পুরানো সেই দিনের কথা...' গান। তারপর না থেমে তিনি সুর তোলেন 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে', 'উই শ্যাল ওভারকাম'। এভাবেই অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দেওয়ার আগে সবাইকে মুগ্ধ করে তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। সবাই অপেক্ষায় রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী অক্সফোর্ডে তার বক্তৃতায় কী চমক দেখান তার জন্য।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রবেশ নিষেধ: হাইকোর্ট

আপনজন ডেস্ক: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও রাজনৈতিক কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না জানানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এতে বলা হয়েছে যে অনুষ্ঠানগুলি কেবল শিক্ষাবিদদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বাধীন একটি ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, পরিস্থিতি অনুকূল না হলে কেন মন্ত্রী ক্যাম্পাস পরিদর্শনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন?

আদালত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে কোনও অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক কর্মীদের আমন্ত্রণ জানানো যাবে না।

বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, তাদের কর্মসূচি বা সেমিনারে শুধুমাত্র শিক্ষাবিদদেরই আমন্ত্রণ জানাতে হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ এনে একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি চলছিল শীর্ষ আদালতে।

আবেদনকারী অভিযোগ করেছেন, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের একটি দল এই পরিস্থিতি তৈরি করছে। গত ১ মার্চ ক্যাম্পাসে বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়া মন্ত্রীর গাড়ির কাছে

ছাত্রদের একাংশ বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভের সময় মন্ত্রীর গাড়ির ধাক্কায় এক ছাত্র আহত হয় বলে অভিযোগ।

পুলিশ এই ঘটনায় বেশ কয়েকটি এফআইআর দায়ের করেছে, যার মধ্যে একটি হাইকোর্টের আগের নির্দেশে আহত ছাত্র দায়ের করেছিলেন।

ক্যাম্পাস ও হস্টেলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং ক্যাম্পাসে কলকাতা পুলিশের তত্ত্বাবধানে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েনের মাধ্যমে শিক্ষক ও অশিক্ষক উভয় কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে আবেদনকারী। আবেদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সমস্ত অপরাধের তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠনের জন্যও প্রার্থনা করেছিলেন। দক্ষিণ কলকাতায় অবস্থিত ঐতিহ্যময় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের ভিতরে একটি স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের জন্যও আবেদন করা হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী কলকাতা হাইকোর্টকে জানান, এ মাসের ১৫ মার্চ উপাচার্যের নেতৃত্বে একটি ভারচুয়াল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল ও প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আদালত বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, পরবর্তী শুনানির আগে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, বিশ্ববিদ্যালয়কে মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে, ছাত্র ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তির বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ বা হোস্টেলে থাকার অধিকার নেই এবং যদি তা হয় তবে তা কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমতি সাপেক্ষে হতে হবে। বেঞ্চ বলেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বলা উচিত নয় যে এটি ক্যাম্পাসে ব্যক্তিদের প্রবেশ এবং বহির্গমন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছিল, ক্যাম্পাসের ভিতরের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে বেসরকারি সংস্থাগুলি। বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাগুলি ক্যাম্পাস, পড়ুয়া, শিক্ষক এবং অশিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে পারে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

আশ শিফা হসপিটাল

ASHSHEEFA HOSPITAL

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

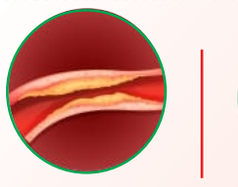
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

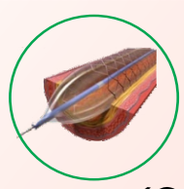
বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

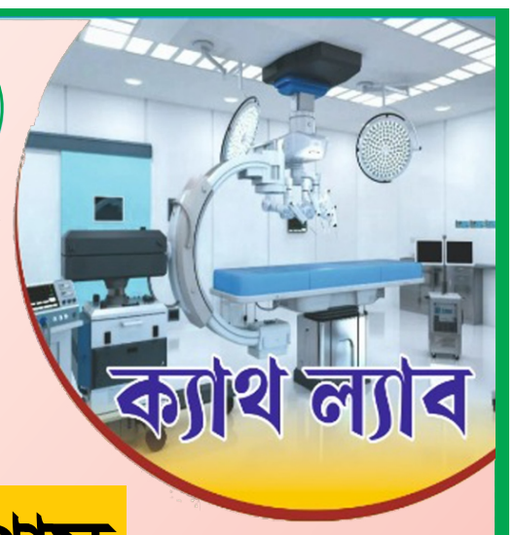

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

ওপেন হার্ট সার্জারি

মানুষের জীবন বাঁচানো (জরুরী), যাকাত দেওয়াও ফরজ (জরুরী)
তাই.জীবন বাঁচাতে আপনার অনুদান বা যাকাত একান্ত জরুরী।
দুঃস্থ মানুষদের সুচিকিৎসা দিতে আর্থিক অনুদানের আবেদন জানাই,
আপনার অনুদান আয়কর আইনের 12A ও 80G ধারায় করমুক্ত।

সরাসরি ব্যাঙ্কে অনুদান পাঠানোর বিবরণঃ

A/C No.: 219805002547, ICICI Bank,
Falta Branch. IFS Code: ICIC0002198

6295 122 937 / 9123721642

প্রথম নজর

ইন্দাস থানা দর্শনে হাই স্কুলের ছাত্রীরা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সর্বশিক্ষা মিশনের নির্দেশে 'থানা পরিদর্শন' ইন্দাসের আউনাড়া হাই স্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যদের। আর সেখানে ওসি সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকরা তাদের শিশু সুরক্ষা আইন, বাল্য বিবাহ, সাইবার প্রতারণা সহ একাধিক বিষয়ে সচেতনতার পাঠ দিলেন।
এই উদ্যোগে খুশী আউনাড়া হাই স্কুলের কন্যাশ্রীরাও। পুলিশ আধিকারিকদের কাছ থেকে একাধিক বিষয়ে সচেতনতার পাঠ পেয়ে তাদের কাজে লাগবে বলেই তারা জানিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রদোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, সরকারী নির্দেশিকা মেনেই কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যাদের নিয়ে থানা পরিদর্শনে এসেছি।
ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস

বার কাউন্সিলের ভোটের ফল প্রকাশ

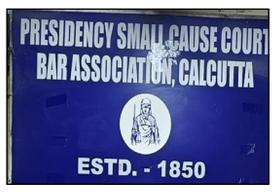

পারিজাত মোল্লা ● কলকাতা

আপনজন: বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট সংলগ্ন প্রেসিডেন্সি স্মল কজেস কোর্টের বার এসোসিয়েশন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পেল। ৯৫০ ভোটার বিশিষ্ট ২২ আসনে গত বুধবার নির্বাচন ঘটে। এদিন ফলাফল প্রকাশ পেল। এই আদালতের বার এসোসিয়েশনের নুতন কমিটিতে সম্পাদিকা হয়েছেন ঝুমা ঘোষ ঘটক, সভাপতি চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি হিসাবে তাপস কুমার দাস, অলক রায় রয়েছেন।

ইফতার

আপনজন: বুধবার তারকেশ্বর থানার বাজেমোড়া মসজিদে হাফেজ মাওলানা অনহার আলীর তত্ত্বাবধানে ইফতার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন পীরজাদা মাসুম সিদ্দিকী। ছবি: নুরুল ইসলাম

ঈদের সময় পরীক্ষার সূচি পুনঃনির্ধারণ করতে হবে: এসআইও

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ঈদ মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, এ বছরও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঈদের সময় পরীক্ষা রাখা হয়েছে।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের এ ধরনের সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে এবং তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি পালনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে বলে মনে করে স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন, পশ্চিমবঙ্গ শাখা (এসআইও)। আমরা বারবার দেখছি, প্রতি বছর একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি ঘটে। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে পরীক্ষার সময়সূচি কখনো কখনো পরিবর্তন করা হলেও এটি যেন একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। বারবার এই "অনিচ্ছাকৃত ভুল" হওয়া কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের প্রতি উদাসীনতারই পরিচায়ক বলে মনে করে সংগঠন।
এই পরিস্থিতিতে, এসআইও স্পষ্টত দাবি জানাচ্ছে যে, ৩১শে মার্চ থেকে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত নির্ধারিত সমস্ত পরীক্ষা অবিলম্বে পুনঃনির্ধারণ করা হোক, যাতে শিক্ষার্থীরা নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদের ধর্মীয় ও পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে এসআইও-র রাজ্য সভাপতি সেখ ইমরান হোসেন বলেন, "প্রতি বছর ঈদের সময় পরীক্ষার সূচি নিয়ে একই ধরনের সংকট দেখা যায়। এটি কি শুধুই প্রশাসনিক ভুল, নাকি সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি এক ধরনের অবহেলা? আমরা হুঁশিয়ারি দিতে চাই, "সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাংবিধানিক অধিকারের কথা মাথায় রেখে অবিলম্বে পরীক্ষার সূচিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে, নচেৎ বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকুক কর্তৃপক্ষ।"
বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এসআইওর রাজ্য সভাপতি শেখ ইমরান হোসেন, রাজ্য জনসংযোগ সম্পাদক সফিকুল ইসলাম মন্ডল, শিক্ষাঙ্গন সম্পাদক আলী নওয়াজ মন্ডল প্রমুখ।

চালকের জন্য দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পেল ট্রেন

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: সোনারপুর বিদ্যাধরপুরের মাঝে দুর্ঘটনার মুখ থেকে ফিরল ক্যানিং লোকাল।দক্ষিন ২৪ পরগনার সোনারপুর ও বিদ্যাধরপুরের মাঝে রেলগেটের কাছে অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল শিয়ালদহ ক্যানিং ডাউন লোকাল ট্রেন।ট্রেন চালকের তৎপরতায় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে, তবে এই ঘটনার জেরে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়ে।সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকালে শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং লোকাল সোনারপুর ছাড়ার পর বিদ্যাধরপুর ও সোনারপুরের মাঝে একটি রেল গেট পার হচ্ছিল দুই বাইক আরোহী।হঠাৎ ট্রেনটি সামনে আসতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে তাঁরা রেল লাইনে বাইক ফেলে দৌড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু ততক্ষণে যা বিপদ ঘটার তা ঘটে গেছে–চলন্ত ট্রেনের সামনে ঢুকে পড়ে আস্ত একটি মোটর বাইক।ট্রেনের চালক

দ্রুত ব্রেক কষে ট্রেন থামিয়ে দেন,যাতে বড়সড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয়। তবে বাইকটি ট্রেনের চাকার মাঝে আটকে পড়ে। এই অবস্থায় রেল কর্তৃপক্ষ ও ইঞ্জিনিয়ারদের দল এসে বাইকটি বের করার কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ ৪৫ মিনিটের প্রচেষ্টার পর ট্রেনলাইন থেকে বাইকটি সরিয়ে ফেলা হয় এবং ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।ঘটনার পরই সোনারপুর জিআরপি এসে বাইকটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে বাইক চালক ও তার সঙ্গী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। তাদের খুঁজে বের করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।আর এই ঘটনার ফলে ক্যানিং লোকালের যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েন। ট্রেন

অপচয় হচ্ছে পানীয় জল, নজর দেওয়ার আর্জি পঞ্চায়েত মন্ত্রীর

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ব্লকের সাথে সাথে গলসি ১ ও ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে অপচয় হচ্ছে পানীয় জল। যার ফলে চিন্তায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে পরিবেশবিদরা। বিষয়টি তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লেও, তাতে নজর নেই স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের। ফলে নিত্যদিন নষ্ট হচ্ছে বিনামূল্যে দেওয়া লক্ষ লক্ষ লিটার পানীয় জল। তবে পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার সকলকে জল অপচয়ের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলেছেন। তিনি বলেন, "মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর আবেদনটাই আমি প্রতিধ্বনি করছি। কারণ, আমরা খুব সীমিত পরিমাণে জল সরবরাহ করছি। যদি কেউ জল অপচয় করেন, তাহলে অনেকেই তাদের প্রাপ্য জল থেকে বঞ্চিত হবেন।" জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যবাসীর জন্য "জল স্বপ্ন" প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের কাজ অনেকাংশে সম্পন্ন হয়েছে। তবে, সরকারের এই মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়নে বড় বাধা সৃষ্টি করছেন কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ। এছাড়াও, স্থানীয় প্রশাসনের সচেতনতার অভাবে নষ্ট হচ্ছে বিনামূল্যে দেওয়া পানীয় জল ও ঢালাই রাস্তা। স্থানীয়দের অভিযোগ, ব্লকের বহু বাড়িতে চলছে জলের অপচয়। নজর না দেওয়ায় ট্যাপকল থেকে অনবরত জল পড়ছে। অনেকেই পানীয় জল দিয়ে স্নান, বাসন মাজা ও কাপড় কাচার মতো কাজ করছেন।
তাছাড়া বেশ কিছু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ট্যাংক থেকে ছাপিয়ে অপচয় হচ্ছে জল। এদিকে, জলের পাইপ বসাতে গিয়ে রাস্তার ঢালাই কাটা হলে, সেই ঢালাই ঠিকমতো মেরামত করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশপ্রেমীরাও জল অপচয়ের বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের কথায়, "রাজ্য সরকারের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরের সরকারি আধিকারিকদের এই বিষয়ে বেশি উদ্যোগ নিতে হবে।" তারা বলেন, "জলের অপচয় বন্ধে প্রতিটি সংযোগে মিটার বসানো উচিত। পাশাপাশি, ঢালাই রাস্তা কাটার বিষয়টি পঞ্চায়েত ও স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের দেখা উচিত।"
বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, "গতকাল আমি পূর্ব বর্ধমানের রায়না এলাকার একটি নির্মল গ্রামে গিয়েছিলাম। ঠিকমতো পানীয় জল পাচ্ছেন কিনা, বাড়ি বাড়ি ঘুরে খবর নিয়েছি। জল অপচয় না করার আবেদন করেছি।" তবে, রাস্তার ঢালাই কাটার বিষয়ে তিনি বলেন, "যে সব রাস্তার ঢালাই কাটা আছে, তার তালিকা আমার কাছে পাঠালে আমি অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।"

মৃত ছাত্রের বেতন দাবি স্কুলের, প্রশাসনের কাছে নালিশ বাবার

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের অমানবিক আচরণ আবারও প্রকাশ্যে এলো। অতিরিক্ত বেতন আদায় এবং অসংবেদনশীল আচরণের অভিযোগ আগেও উঠেছে, এবারও ব্যতিক্রম হলো না। তিন মাস আগে আত্মহত্যা করা এক ১৩ বছরের ছাত্র অদ্রিশ হালদারের বাবা-মা অভিযোগ করেছেন, মৃত্যুর পরও স্কুল থেকে তাদের ছেলের বকেয়া বেতন চাওয়া হয়েছে।
মৃত ছাত্রের বাবা রাজেশ হালদার, রায়নার মাছখান্দা উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক।ওই স্কুলে জেলার মধ্যে তিনি নিজের উদ্যোগে একটি মিউজিয়াম গড়ে তুলেছেন, যা সাড়া ফেলেছে। তার স্ত্রীও শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত। তাদের একমাত্র সন্তান পড়াশোনা করত বর্ধমানের নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সেন্ট জেভিয়ার্সে। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত 'বকেয়া' বেতনের দাবিতে সম্প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের কাছে ১৩ হাজার টাকা দাবি করে।
এই ঘটনায় হতবাক ও ক্ষুব্ধ

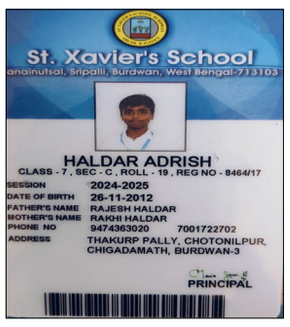

অভিভাবকরা বুধবার জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। রাজেশ হালদারের অভিযোগ, "ছেলের মৃত্যুর পর স্কুল থেকে কোনও সহমর্মিতা দেখানো হয়নি। এমনকি শোকপ্রকাশও করেনি কর্তৃপক্ষ। অথচ এখন তারা বকেয়া বেতন চেয়ে বসেছে।"
ছাত্রের মা বলেন, "আমাদের সন্তানকে হারানোর পরও স্কুলের এই অমানবিক আচরণ মানা যায় না। শিক্ষক হিসেবে আমরা চাই, প্রশাসন এমন পদক্ষেপ নিক যাতে আর কোনও অভিভাবককে এই মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে পড়তে না হয়।" এদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ ফাদার মারিয়া জোসেফ জানিয়েছেন, "স্কুলের সফটওয়্যার সিস্টেমে বকেয়া বেতনের তথ্য থাকার কারণে একজন কর্মী ভুলবশত অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিষয়টি অনাকাঙ্ক্ষিত এবং এর জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।" তবে স্কুলের এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন অভিভাবকরা। অনেকেই বলছেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর ব্যবসায়িক মনোভাবের বলি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা ও সংবেদনশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমন অমানবিক আচরণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এই ঘটনায় শহরের শিক্ষামহলেও নিন্দার ঝড় উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুধু ব্যবসায়িক লাভের কথা ভাবলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হারিয়ে যায়। শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেছেন অনেকে।

ইটাহারে ১০,০০০ বস্ত্র বিতরণ বিধায়কের

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: রমজানের শেষ প্রান্তে এসে ইটাহার বিধানসভার মানুষ ঈদের আনন্দে মেতে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঠিক এমন সময় তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি ও ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের এক মহৎ উদ্যোগ এলাকায় খুশির জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অর্থায়নে "বস্ত্র বিতরণ-২০২৫" কর্মসূচির আওতায় গোটা বিধানসভা জুড়ে ১০,০০০ মানুষ পেলেন ঈদের উপহার।
বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে সুরুন-১ অঞ্চলে হাজারো মানুষের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়। বিধায়কের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঈদের আনন্দ সবার সাথে ভাগ করে নিতেই প্রতি বছরের মতো এবারও এই আয়োজন করা হয়েছে।
সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট-বড়, নারী-পুরুষদের চোখে ছিল উচ্ছ্বাসের ঝলক। নতুন জামা হাতে পেয়ে শিশুদের আনন্দ যেন আর ধরে না।
এক বৃদ্ধার চোখে জল, তিনি বললেন, "আমাদের কথা কেউ ভাবে না, কিন্তু বিধায়ক সাহেব প্রতি বছর আমাদের খেয়াল রাখেন। আল্লাহ তাকে ভালো রাখুন।" বিধায়ক মোশারফ হোসেন এই মহতী উদ্যোগ সম্পর্কে বলেন, "রমজান সংযমের মাস, ঈদ খুশির উৎসব। এই উৎসবে সবাই যেন আনন্দের অংশীদার হতে পারে, সে জন্যই আমার এই ছোট্ট প্রচেষ্টা।"

নৌকা থেকে ফেলে দেওয়ায় গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নবদ্বীপে সৎ ভাইকে নৌকা থেকে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত সৎ দাদা। পালিয়েও হল না শেষ রক্ষা। অবশেষে পুলিশের জালে গ্রেপ্তার পাচ বছরের শিশুকে নৌকা থেকে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সুমন দত্ত। উল্লেখ,গত শনিবার রাতে জন্মদিনের কেক কিনতে যাওয়ার নাম করে নবদ্বীপ ব্লকের চরমাঝদিয়া চরব্রহ্ম নগরের কপালী পাড়া এলাকার বাসিন্দা জয়দেব বিশ্বাস এর পাঁচ বছরের শিশু কে নিয়ে নবদ্বীপে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরোয় দাদা সুমন দত্ত। নৌকা নবদ্বীপ বড়ালঘাটে আসার মুখেই নৌকা থেকে সুমন দত্ত তার সৎ ভাইকে ফেলে দেয়, এমনটাই অভিযোগ তুলে নবদ্বীপ থানায় অভিযোগ দায়ের করে জয়দেব বিশ্বাস এর পরিবার।

ডায়মন্ড হারবার থানায় প্রশাসনিক বৈঠকে হল ইফতার মজলিশ

বাইজিদ মন্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: বৃহস্পতিবার বিকালে ডায়মন্ড হারবার থানা এলাকার বিভিন্ন মসজিদের সকল ইমাম,মোয়াজ্জেন ও এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে নিয়ে আয়োজিত হল প্রশাসনিক বৈঠক। সেই সঙ্গে হল ইফতার মজলিশ। যেখানে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এডিশনাল এসপি মিতুন কুমার দে,ডায়মন্ড হারবার এসডিপিও সাকিব আহমেদ, ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার, ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাস,জেলা পরিষদের সদস্যা মনমোহিনি বিশ্বাস,টাউন যুব সভাপতি সৌমেন তরফদার, ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি ও ডায়মন্ড হারবার ফায়ার সার্ভিস অফিসার সহ আরো অন্যান্য সকল পুলিশ প্রশাসন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রমুখ। এদিন এই বৈঠকে আলোচনা করা হয় যে উৎসবের দিনে প্রত্যেক কে নিজেদের পাড়ায় পাড়ায় নজর রাখতে হবে যাতে কোথাও কোন রকম কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এমনকি ওই দিনে মোটর বাইক দ্রুত গতিতে চালানোর ক্ষেত্রেও সচেতন বাড়াতে হবে যুব সমাজের কাছে। এছাড়াও উৎসবের দিনে কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা মেলার আয়োজন করা হচ্ছে কিনা সেই সমস্ত বিষয় গুলি নিয়ে করা হয় আলোচনা। বিধায়ক পান্নালাল হালদার তিনি বলেন ঈদ উপলক্ষে ইফতার পার্টি হয়েছে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এখানে হিন্দু মুসলিম উভয় সকল ধর্মের মানুষ উপস্থিত হয়ে এরকম একটা সম্প্রীতির বার্তা দিতে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয় প্রতি বছর। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এডিশনাল এসপি মিতুন কুমার দে জানিয়েছেন, উৎসবের দিনে যাতে সংশ্লিষ্ট থানা এলাকায় যে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের তরফে থাকবে কড়া নিরাপত্তা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ঈদ নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রশাসনিক বৈঠক হল। তাতে চন্ডীতলা ১ নম্বর ব্লক এবং দু'নম্বর ব্লকের প্রায় ৫০ জন ইমাম সাহেব উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনের তরফ সিআই চন্ডীতলা সন্দীপ গাঙ্গুলী ছাড়া কৌশিক পাল সাব ইন্সপেক্টর চন্ডীতলা উপস্থিত ছিলেন।
সি আই চন্ডীতলা সন্দীপ গাঙ্গুলী আগাম ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা বার্তা দেন সকলের জন্য। তিনি আরো বলেন, আপনারা ভালোভাবেই ঈদ উৎসব পালন করেন প্রশাসন আপনাদের সাথে আছে। কোন রূপ অসুবিধা হলে আমাকে ফোন করুন তিনি ফোন নম্বরও দিয়ে দেন। প্রসঙ্গত এক বয়স্ক ভদ্র লোক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে তিনি বলেন আপনারা সকলে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের মধ্যে সু সম্পর্ক রাখবেন। তিনি প্রশাসনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভার শেষে সকলে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

করণদিঘীতে ইমামদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে করণদিঘী বিধানসভার বিধায়ক গৌতম পালের উদ্যোগে বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের হাতে ঈদ উপহার স্বরূপ বস্ত্র বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে বিধায়ক গৌতম পাল বলেন, "ইমাম-মুয়াজ্জিনরা আমাদের সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় সমাজকে আলোকিত করেন। তাই ঈদের এই পবিত্র মুহূর্তে তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমি গর্বিত।"
উপস্থিত ইমাম ও মুয়াজ্জিনরা বিধায়কের এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং তার দীর্ঘায়ু ও সুস্থতার জন্য দোয়া করেন। তারা জানান, এই উপহার কেবলমাত্র একটি সামগ্রী নয়, বরং এটি সম্মান ও ভালোবাসার প্রতীক।

আদিবাসীদের সার হুল উৎসব পুরুলিয়ায়

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: প্রকৃতির পুজো দিয়ে সারহুল উৎসব পালিত হয়ে আসছে বহু প্রাচীন কাল থেকে। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের শাল,পলাশ ও মহুয়া ফুলের রঙে রঙ্গিত সমীরবে শোনা যায় সরহুল মায়ের আগমনী সুর। এই সাহরুল মায়ের আগমনী হচ্ছে প্রকৃতির শাল, পলাশ ও মহুয়া ফুলের আগমন থেকে।
বুধবার পুরুলিয়ার ঝালদা থানা এলাকার খামার গ্রামে আদিবাসী সারহুল কমিটির পক্ষ থেকে এদিন সারহুল উৎসব পালিত হল। জানা গিয়েছে ,এদিন সকাল থেকে প্রকৃতির দেবতার পুজো দিয়ে শুরু করা হয় সারহুল উৎসব। আর তা আদিবাসীদের সারহুল মা বলেই প্রচলিত।
এদিন খামার গ্রামের অদূরে একটি বড় পাথরের কাছে শাল গাছ কে সাড়ম্বরে পুজো দিয়ে সারহুল উৎসবের শুভ সূচনা করা হয় এবং সারাদিনব্যাপী আদিবাসীদের একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিনটি উদযাপন করা হয়।
এবিষয়ে খামার গ্রামের খোকন সিং মুড়া,গোলক সিং মুড়া ও সুকুরমনি মুড়া প্রমুখরা বলেন, প্রকৃতির পুজো দিয়ে পরম্পরা ভাবে এই সারহুল উৎসব চলে আসছে আদিবাসী সমাজে। সেই সব রীতি মেনেই আজও এই উৎসব জাঁকজমক ভাবে পালন করা হল।

তৃণমূল ফ্যান ক্লাবের পোস্টারে তুমুল বিতর্ক

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: 'দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় অভিষেক দার নেতৃত্বেই আমরা সর্বাধিনায়িকা দিদির লবি করি। কোন নেতার তাবেদারি নয়।' দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের এইরূপ পোস্টার ঘিরে এবার শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। বালুরঘাট শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এই পোস্টার লক্ষ্য করা গেছে। পোস্টারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক ব্যানার্জির ছবি থাকলেও নিচে লেখা রয়েছে সৌজন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর ফ্যান ক্লাব। তবে এমন পোস্টার কে বা কারা লাগিয়েছে তা এখনো পরিষ্কার নয় তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে।
এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ-সভাপতি সুভাষ চাকি জানান, "আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দল পরিচালনা করেন। আমার জানা নেই বালুরঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্যান ক্লাবের কারা রয়েছেন। এর থেকে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে একটি বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে। যারা এগুলো করেছে, তাদের কাছে অনুরোধ এই ধরনের পোস্টার দিয়ে যেন দলীয় কর্মীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা না হয়। এতে গোষ্ঠী কোন্দলের কোন বিষয় নেই। কারা এটা করেছেন আমার জানা নেই। তবে লবি কথাটি ব্যবহার করা সঠিক হয়নি।"
এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী জানান, "তৃণমূলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আমার তেমন কিছু বলার নেই। তৃণমূলের রাজনীতি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানুষ মেনে নেয়নি। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে সুকান্ত মজুমদার জয়লাভ করেছেন। বিধায়ক হিসেবে ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ী জয়লাভ করেছেন। মানুষ ওনাদের পাশে নেই। উনারা একে অপরের বিষোদ্গার করছেন। একে অপরের বিরোধিতা করছেন। রাস্তায় দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ছে। এদের কোন পরিকল্পনা নেই। এদের ভাগের রাজনীতি। ভাগের কম বেশি হলে মাঝে মাঝে এদের এইরূপ গোঁসা হয়।

প্রথম নজর

মসজিদুল হারামে ৪২ লাখ মুসল্লির নামাজ আদায়

আপনজন ডেস্ক: বুধবার রাতে মসজিদুল হারামে ৪২ লাখেরও বেশি মুসল্লি নামাজ আদায় করেছেন, যা একটি নতুন রেকর্ড। হাজার মাসের চেয়েও উত্তম ‘লাইলাতুল কদর’ অন্বেষণে মুসল্লিরা মসজিদে ভিড় জমান। রমজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর রয়েছে, তবে এর সঠিক তারিখ অজানা। তবে ধারণা করা হয় এটি ২৭ রমজানে। মুসলমানদের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলিতেও এই রাত অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করা হয়। মসজিদুল হারাম কর্তৃপক্ষ ঘণ্টায় ১ লাখ ৭ হাজার মুসল্লির তাওয়াফের ব্যবস্থা করে। মসজিদের ভেতরে সুষ্ঠু চলাচল নিশ্চিত করতে ৪২৮টি এস্কেলেটর এবং ২৮টি লিফট সচল রাখা হয়। ১,৩০০টি স্পিকার সম্বলিত আধুনিক অডিও সিস্টেম স্থাপন করা হয়। মসজিদটি শীতল রাখতে ৯০,০০০ টন ক্ষমতার বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। মক্কা অঞ্চলের স্বাস্থ্য বিভাগ মসজিদুল হারাম এবং এর আশপাশের মেডিকেল সেন্টারগুলিতে হাজীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে সেবার পরিধি বাড়িয়েছে।

আল-আকসায় লাইলাতুল কদরে কমপক্ষে দু’লাখ মুসল্লির অংশগ্রহণ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের আল-আকসা মসজিদে রমজানের ২৬তম রাতে তারাবীহ নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৭ মার্চ) অনুষ্ঠিত এই নামাজে প্রায় দুই লাখ ফিলিস্তিনি মুসল্লি অংশগ্রহণ করেছেন। আল-আকসা মসজিদ পরিচালনাকারী ওয়াকফ বিভাগ জানায়, রমজান মাসে আল-আকসায় সর্বোচ্চ সংখ্যক মুসল্লির উপস্থিতির রেকর্ড হয়েছে। জেরুজালেমে ইসরায়েলের বিধিনিষেধ সত্ত্বেও এক লাখ ৮০ হাজারের বেশি মুসল্লি তারাবীহ নামাজে অংশ নেন।
লাইলাতুল কদর বা শবে কদর একটি মহিমান্বিত রাত। এই রাতে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে রাতটি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি; বরং রমজানের শেষ ১০ দিনের যেকোনো একদিন তা হতে পারে। পবিত্র কোরআনে এই রাতকে হাজার রাতের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে। এই রাতের ফজিলত অর্জনের জন্য মুসল্লিরা আল-আকসা মসজিদে অবস্থান করেন এবং বিশেষ ইবাদতে মগ্ন থাকেন।

অস্ট্রেলিয়ায় লাল পিঁপড়ের কামড়ে ২৩ জন হাসপাতালে

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ায় লাল পিঁপড়ার কামড়ে আক্রান্তের সংখ্যা গত কয়েক সপ্তাহে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। দেশটির জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যম এবিসি জানিয়েছে, মার্চ মাসের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত পিঁপড়ার কামড়ে ২৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এই লাল পিঁপড়া বা ফায়ার অ্যান্টের আদি নিবাস অস্ট্রেলিয়া নয়। এগুলো মূলত দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতি, যার বৈজ্ঞানিক নাম সোলেনোপসিস ইনভিক্টা। এটি বিশ্বের অন্যতম আক্রমণাত্মক পিঁপড়া। এর বিষাক্ত কামড়ে শরীরে ফোসকা পড়ে ও অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এমনকি মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার কারণে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের বাসিন্দারা বহু বছর ধরে এই পিঁপড়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন। কিন্তু চলতি মার্চের শুরুতে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়ের পর বৃষ্টিপাতের কারণে গবাদিপশু ও মানুষের ওপর এই পিঁপড়ার আক্রমণ বেড়ে গেছে। পানির উচ্চতা বাড়ায় পিঁপড়াগুলো গর্ত থেকে উঠে ভেলা তৈরি করে নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। এবিসি জানিয়েছে, গত ১ মার্চ থেকে ন্যাশনাল ফায়ার অ্যান্ট ইরেডিকেশন প্রোগ্রামে লাল পিঁপড়ার কামড়ের চরম প্রতিক্রিয়ার ৬০টি রিপোর্ট এসেছে, যার মধ্যে ২৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নির্মাণ শ্রমিক স্কট রাইডার এবিসিকে জানিয়েছেন, বারবার পিঁপড়ার কামড়ে তাঁর পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। তিনি বলেন, ‘এগুলো সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে—বারান্দায়, ঘরের ভেতর, লন মেশিন ও ট্র্যাক্টরের ওপরে।’

গাজায় হামাসবিরোধী বিক্ষোভ, যুদ্ধবিরতির চাপ বাড়ছে

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় হামাসের ওপর চাপ বাড়ছে। এবার ফিলিস্তিনিরাই স্বাধীনতাকামী এই সংগঠনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন। শত শত ফিলিস্তিনি বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন। গত ১৮ মার্চ থেকে নতুন করে ইসরাইলি হামলায় উতপ্ত গাজা। বিশেষত উত্তর গাজায় একের পর এক ইসরাইলি ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। ইসরাইল ও হামাসের সংঘাতে নাভিশ্বাস উঠেছে গাজাবাসীর। নিজের বাড়িঘরও ধ্বংস হয়ে গেছে। ২১ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছে। ২০২৩ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম হামাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা গেল। এদিকে ২৪ ঘন্টায় ইসরাইলি হামলায় ৩৮ ফিলিস্তিনির প্রাণ গেছে। এছাড়া গত ১৮ মার্চ থেকে নতুন করে প্রায় দেড় লাখ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় হামাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের একাধিক ছবি ছড়িয়ে পড়ে। যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা যায়নি। দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অধিকাংশই পুরুষ। তাদের মুখে স্লোগানের পাশাপাশি ছিল ব্যানারও। এতে লেখা ছিল ‘যুদ্ধ বন্ধ করো, আমরা শান্তিতে থাকতে চাই’।
তারা হামাসের বিরুদ্ধেও বক্তব্য দেন। তারা হামাসকে চলে যেতেও বলেন। এর মধ্যে বেইত লাহিয়ার রাস্তায় বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করে দেয় হামাস। কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালাতে দেখা যায়। বিক্ষোভে অনেকে আহত হয়েছেন।
বিক্ষোভের আয়োজন কারা করেছে তা হয়তো অনেকেই জানে না। তবে তারাও শান্তির জন্য এই সংঘাত বন্ধ চান। এক বিক্ষোভকারী জানিয়েছেন, তিনি টেলিগ্রামে বার্তা দেখে বিক্ষোভে এসেছেন। কারা আয়োজন করেছেন তা তিনি জানেন না। তবে তিনিও যুদ্ধের সমাপ্তি চান। বিক্ষোভকারীদের দাবি, চলমান যুদ্ধপরিস্থিতিতে তারা ক্লান্ত। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরাইল গাজায় হামলা শুরু করে।

তুরস্কের রাজপথ থেকে সরকার পতনের ডাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের

আপনজন ডেস্ক: ইস্তাম্বুলের মেয়র একরেম ইমামোগলুর মুক্তির দাবিতে গতকাল বুধবারও বিক্ষোভ করেন তুরস্কের হাজার হাজার মানুষ। এ নিয়ে বিক্ষোভ অষ্টম দিনে গড়াল। এ কয় দিনে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, আইনজীবীসহ দেড় হাজার মানুষকে আটক করেছে এরদোয়ান সরকার। প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান বিক্ষোভকারীদের সতর্ক করে বলেছেন, দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারীদের কোথাও জায়গা হবে না। বিক্ষোভ দমনে পুলিশের বলপ্রয়োগ ও ব্যাপক ধরপাকড়ের নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘ ও অধিকার সংগঠনগুলো। এ ছাড়া বিক্ষোভের সংবাদ কভারেজ করায় এএফপির সাংবাদিকসহ সাতজন সাংবাদিককে আটক করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তুরস্কের প্রধান বিরোধী দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টি (সিএইচপি) গত মঙ্গলবার ইস্তাম্বুলে সিটি হলের সামনে বিক্ষোভ করেছে। এ ছাড়া আগামী শনিবার শহরে বড় বিক্ষোভ মিছিল করার পরিকল্পনা করেছে দলটি। এদিকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান বিক্ষোভকারীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারীদের কোথাও জায়গা হবে না। বিক্ষোভের সূচনা হয় গত সপ্তাহে বুধবার। ওই দিন ইস্তাম্বুলের মেয়র একরেম ইমামোগলুকে গ্রেপ্তার করা হলে তাঁর সমর্থকেরা রাজপথে নেমে এসে আন্দোলন শুরু করেন। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ইমামোগলুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে। জাতিসংঘ ও অধিকার সংগঠনগুলো বিক্ষোভ দমনে পুলিশের শক্তিপ্রয়োগ ও ব্যাপক ধড়পাকড়ের নিন্দা জানিয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সিগন্যাল চ্যাট ফাঁস

সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ট্রাম্প প্রশাসনের

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন ম্যাগাজিন দি আটলান্টিক যুক্তরাষ্ট্রের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে সিগন্যাল অ্যাপে চলা গ্রুপ চ্যাটিং প্রকাশ করার পর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে হোয়াইট হাউস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওই প্রতিবেদনকে ‘একটি ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টা’ বলে অভিহিত করেন। একই সঙ্গে দি আটলান্টিককে একটি ‘ব্যর্থ ম্যাগাজিন’ বলে উল্লেখ করেন তিনি। আটলান্টিকের প্রধান সম্পাদক জেফরি গোল্ডবার্গকে ভুলক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র ক্যাবিনেট নেতাদের ওই গ্রুপে যুক্ত করা হয়েছিল। সেখানে ইয়েমেনের হুতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পদক্ষেপের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।
সেনাবাহিনীর কার্যক্রমের বিস্তারিত সময়সূচি থেকে শুরু করে ইউনিটসংক্রান্ত তথ্য, এই ধরনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গ্রুপে শেয়ার করেছিলেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। এসব তথ্য ইয়েমেনে আসন্ন মার্কিন হামলার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল।
সাংবাদিক জেফরি গোল্ডবার্গ ওই পুরো কথোপকথন তার প্রতিবেদনে প্রকাশ করেন।
গোল্ডবার্গ বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন যখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে তিনি মিথ্যা বলছেন এবং সেখানে কোনো গোপন তথ্য শেয়ার করা হয়নি, তখন তিনি এটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। ওই গ্রুপ চ্যাট ফাঁস হওয়ার পরও ট্রাম্প প্রশাসন তাদের পূর্বের অবস্থানে অটল আছে। তারা এখনো বলছে, কোনো গোপন তথ্য ফাঁস হয়নি।
তবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ হোয়াইট হাউসের কিছু জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এটি স্বীকার করছেন, যা হয়েছে, তা খুব গুরুতর ভুল ছিল। একজন সাংবাদিককে ওই গ্রুপে ঢোকানোর দায় কার ওপর বর্তায়? সাংবাদিকরা ট্রাম্পের কাছে এর উত্তর জানতে চাইলে তিনি দোষ চাপান তার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার ওপর।
ডোনাল্ড ট্রাম্প ওভাল অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘মাইক ওয়াল্টজ, আমার মনে হয় তিনি এর দায়ভার নিয়েছেন। আমাকে বলা হয়েছে এটি মাইকের দোষ।’ মাইক ওয়াল্টজ এর ‘দায় স্বীকার করেছেন’ জানিয়ে ট্রাম্প তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের পক্ষ নেন, যিনি মূলত গ্রুপ চ্যাটে সামরিক অভিযানের বিস্তারিত তথ্য শেয়ার করেছিলেন। ‘হেগসেথ দুর্দান্ত কাজ করছেন’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

আমেরিকায় ফিলিস্তিনের পক্ষে প্রবন্ধ লেখায় তুর্কি ছাত্রী আটক

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের টাফ্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট এক ছাত্রীকে আটক করেছে দেশটির হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের এজেন্টরা। তুর্কি ওই নাগরিকের আটকের বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি মার্কিন প্রশাসন। বুধবার (২৬ মার্চ) এ তথ্য জানিয়েছেন বোস্টনের ফেডারেল আদালতের আইনজীবী মাহসা খানবাবাই। খবর এবিসি নিউজের
আইনজীবী মাহসা খানবাবাই বলেন, ৩০ বছর বয়সি শিক্ষার্থী রুমেসা ওজতুর্ক গত মঙ্গলবার রাতে সোমারভিলে তার বাসা থেকে বেরিয়েছিলেন, ঠিক তখনই তাকে আটক করা হয়। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রাপ্ত ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মুখ ঢাকা ছয়জন ব্যক্তি ওজতুর্ককের ফোন কেড়ে নিচ্ছেন, ওই সময় ওই ছাত্রী চিৎকার করছেন। পরে তাকে হাতকড়া পরানো হচ্ছে। ভিডিওতে দলের সদস্যদের বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘আমরা পুলিশ।’ তাদের মধ্যে একজন লোককে বলতে শোনা যায়, ‘তুমি মুখ লুকাচ্ছ কেন?’
আইনজীবী খানবাবাই এক বিবৃবিতে জানান, ওজতুর্ক একজন মুসলিম, তিনি ইফতারের জন্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে আসছিলেন। পরে তাকে আটক করা হয়। বর্তমানে আমরা তার অবস্থান সম্পর্কে অবগত নই এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না। ওজতুর্ককের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। ওজতুর্ককের মার্কিন স্টুডেন্ট ভিসা রয়েছে। ওজতুর্ককের প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটে আবাসিক ব্লকে এই গ্রেপ্তারের ঘটনায় তারা হতবাক হয়ে গেছেন। ৩২ বছর বয়সি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মাইকেল ম্যাথিসের ক্যামেরায় আটকের দৃশ্যটি ধরা পড়ে। তিনি জানান, ‘এটা অপহরণের মতো মনে হচ্ছিল। তারা মুখ ঢেকে আসে। পরে তাকে তাকে (শিক্ষার্থী) আটক করে। তারা ‘চিহ্ন’ ছাড়া গাড়িতে করে আসে।’ টাফ্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি সুনীল কুমার এক বিবৃতিতে জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগে থেকে এই ঘটনার সম্পর্কে অবগত ছিল না। ঘটনার আগে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনও ধরনের তথ্য শেয়ার করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ওজতুর্ককের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের একজন ডক্টরেট শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপাত্র প্যাট্রিক কলিন্স এ তথ্য স্বীকার করেছেন। এদিকে ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধি আয়ান্না প্রেসলি এই গ্রেপ্তারকে ওজতুর্কের সাংবিধানিক অধিকারের যথাযথ প্রক্রিয়া এবং বাকস্বাধীনতার ভয়াবহ লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বিবৃতিতে জানান, ওজতুর্ককে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। ট্রাম্প প্রশাসন যখন বৈধ মর্যাদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অপহরণ এবং আমাদের মৌলিক স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে; তখন আমরা চুপ করে থাকবো না। ম্যাসাচুসেটস অ্যাটর্নি জেনারেল আন্দ্রেয়া জয় ক্যাম্পবেল ভিডিওটিকে ‘বিরক্তিকর’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘ফেডারেল প্রশাসন অতর্কিত ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আটক করা উদ্বেগজনক। এটি জননিরাপত্তা নয়, এটি ভীতি প্রদর্শন। এই আটক আদালতে নিবিড়ভাবে তদন্ত করা হবে।’
মার্কিন ডিস্ট্রিক বিচারক ইন্দিরা তালওয়ানি শুক্রবার পর্যন্ত সরকারকে ওজতুর্ককে কেন আটক করা হয়েছে- তার জবাব দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তালওয়ানি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, ৪৮ ঘন্টার আগে নোটিস ছাড়া ওজতুর্ককে ম্যাসাচুসেটস জেলার বাইরে স্থানান্তর করা যাবে না। কিন্তু গতকাল বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মার্কিন ইমিগ্রেশন এবং কাস্টম এনফোর্সমেন্টের অনলাইন ডিটেনি লোকেটার সিস্টেম তাকে লুইসিয়ানার বেসাইলে অবস্থিত সাউথ লুইসিয়ানা আইসিই প্রসেসিং সেন্টারে আটক হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। ডিএইচএসের একজন জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র ওজতুর্কের আটক এবং তার ভিসা বাতিলের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি এপিকে জানান, ডিএইচএস, ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের তদন্তে দেখা গেছে, ওজতুর্ক হামাসের সমর্থনে জড়িত ছিলেন। একটি বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন, যারা আমেরিকানদের হত্যা করতে পছন্দ করে। আর ভিসা একটি বিশেষ অধিকার, অধিকার নয়। আমেরিকানদের হত্যাকারী সন্ত্রাসীদের প্রশংসা এবং সমর্থন করায় ভিসা তার ভিসা বাতিলের প্রধান কারণ।
গত মার্চে টাফ্টস ডেইলিতে চারজন শিক্ষার্থীর মধ্যে ওজতুর্ক ছিলেন একজন। এই শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি ইউনিয়ন সিনেট কর্তৃক পাস করা প্রস্তাবের সমালোচনা করে একটি উপ-প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধে টাফ্টসকে ‘ফিলিস্তিনি গণহত্যা স্বীকার করতে হবে, তাদের বিনিয়োগ প্রকাশ করতে হবে এবং ইসরায়েলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্কযুক্ত কোম্পানিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে’ বলে দাবি করে। ওজতুর্ককের বন্ধুরা জানিয়েছেন, ওজতুর্ক ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর, তার নাম, ছবি এবং কাজের ইতিহাস ক্যানারি মিশনে প্রকাশিত হয়। আর এই ওয়েবসাইট উত্তর আমেরিকার কলেজ ও ক্যাম্পাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং ইহুদিদের প্রতি ঘৃণা প্রচারকারী ব্যক্তিদের নথিভুক্ত করে। এই উপসম্পাদকীয়টি ছিল ওজতুর্ককের ‘ইসরায়েল বিরোধী সক্রিয়তার’ একমাত্র উদ্ধৃত উদাহরণ।
ওয়াশিংটনে অবস্থিত তুর্কি দূতাবাস জানিয়েছে, তারা ওজতুর্কের পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে, পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং পররাষ্ট্র দপ্তর এবং আইসিইয়ের সঙ্গে ‘উদ্যোগ’ নিচ্ছে। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সের এক বিবৃতিতে তারা আরও জানিয়েছে, তারা তাদের নাগরিকদের অধিকার রক্ষার জন্য কনস্যুলার পরিষেবা এবং আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য ‘সর্বাত্মক প্রচেষ্টা’ করছে। সম্প্রতি দেশটির বিভিন্ন স্থানের একাধিক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ভিসা বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া অনেককে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছে। কারণ হিসাবে জানা যায়, যে সকল শিক্ষার্থী ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন অথবা প্রকাশ্যে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন; তাদেরকে এই হয়রানি করা হয়েছে।

ভয়াবহ দাবানলে দ. কোরিয়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৪

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে একাধিক দাবানলে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে ২৪ জনে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিহতদের বেশিরভাগের বয়স ৬০ থেকে ৭০ এর মধ্যে। আহত হয়েছেন ২৬ জন, যাদের মধ্যে ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই দাবানলে ২৩ হাজারের বেশি মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হান ডাক-সু বলেছেন, ‘আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানল এটি।’ আগুনে উইসং শহরের ১ হাজার ৩০০ বছরের পুরনো একটি মন্দির পুড়ে গেছে। যেখান থেকে অনেক সাংস্কৃতিক নিদর্শন সরিয়ে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছিল।
গত শুক্রবার সানচেং কাউন্টিতে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং পরে তা উইসেওং কাউন্টিতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রবল ও শুষ্ক বাতাসের কারণে দাবানল পার্শ্ববর্তী কাউন্টি গিয়ংবুক, উইসেওং, আন্দং, চেওংসং, ইয়ংইয়ং এবং সানচেং-এ ছড়িয়ে পড়ে।
গতকাল বুধবার উইসেওং পাহাড়ে একটি অগ্নিনির্বাপক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে পাইলট নিহত হন। কর্মকর্তারা কারণ অনুসন্ধান করছেন। হাজার হাজার অগ্নিনির্বাপক কর্মী এবং প্রায় ৫ হাজার সামরিক কর্মী আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৫মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১১	৫.৩২
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৫	
এশা	৭.০৫	
তাহাজ্জুদ	১১.০৩	

পাপুয়া নিউগিনিতে ফেসবুক নিষিদ্ধ

আপনজন ডেস্ক: অনলাইন কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ও পর্নোগ্রাফি থেকে নাগরিকদের ‘রক্ষার’ জন্য রাতারাতি জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক নিষিদ্ধ করেছে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ রাষ্ট্র পাপুয়া নিউগিনি। গত সোমবার থেকে শুরু হওয়া ও মঙ্গলবার পর্যন্ত বিস্তৃত ফেসবুক বন্ধের এ পরীক্ষাটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশটির সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০২৪ এর কাঠামোর আওতায় করা হয়েছে বলে দেশটির পুলিশ মন্ত্রী পিটার সিয়ামালিলি জানিয়েছেন।

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ও ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি হুতির

আপনজন ডেস্ক: ইরান সমর্থিত ইয়েমের হুতি গোষ্ঠী বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, তারা ইসরায়েলি বিমানবন্দর ও সামরিক স্থাপনা এবং মার্কিন যুদ্ধজাহাজকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। এর কিছুক্ষণ আগেই ইসরায়েল জানায়, তারা ইয়েমেন থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে। হুতির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি বলেন, তারা বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরকে ‘একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে’ এবং তেল আবিবের দক্ষিণে ‘একটি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে’ হামলা চালিয়েছে। এর আগে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী জানায়, ইয়েমেন থেকে ছোড়া দুটি ক্ষেপণাস্ত্র তারা প্রতিহত করেছে, ‘যেগুলো ইসরায়েলি ভূখণ্ডে প্রবেশের আগেই ধ্বংস করা হয়’। এর ফলে জেরুজালেমসহ বিভিন্ন এলাকায় বিমান হামলার সতর্কসংকেত বাজানো হয়।
সারি আরো বলেন, বিদ্রোহীরা ‘লোহিত সাগরে শত্রু যুদ্ধজাহাজগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করেছে, যার মধ্যে রয়েছে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি (ইউএসএস হ্যারি এস) ট্রুম্যান।’
হুতি মুখপাত্র জানান, ’আমাদের দেশের বিরুদ্ধে চলমান মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিশোধ’ হিসেবে এ চালানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৫ মার্চ হুতির বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারের সামরিক অভিযান চালায়, যা মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড ‘বৃহৎ পরিসরের অভিযান’ বলে উল্লেখ করে।

মিসরে সাবমেরিন ডুবে ৬জন পর্যটকের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: মিসরের লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী পর্যটন শহর হুরগাদার কাছে বৃহস্পতিবার একটি পর্যটন সাবমেরিন ডুবে ছয়জন নিহত হয়েছেন। দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে।
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আকবর আল-ইয়াওম পত্রিকার ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহতরা সবাই বিদেশি নাগরিক। এ ছাড়া দুর্ঘটনায় আরো ১৯ জন আহত হয়েছেন। কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা নির্ধারণে তদন্ত চলছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং নিহতদের মরদেহও সেখানে রাখা হয়েছে। মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে প্রায় ৪৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত হুরগাদা পর্যটকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য। দেশটির পূর্ব উপকূলের লোহিত সাগরের প্রবালপ্রাচীর ও দ্বীপগুলো পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ, যা সে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন খাতের অংশ। এই খাত প্রায় ২০ লাখ মানুষকে কর্মসংস্থান তৈরি করেছে এবং দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে ১০ শতাংশেরও বেশি অবদান রাখে। প্রতিদিন উপকূলীয় এলাকায় অনেকগুলো পর্যটন নৌকা স্নোরকেলিং ও ডাইভিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। তবে আল-ইয়াওমের অনুযায়ী, দুর্ঘটনাকবলিত সাবমেরিনটি সিনদাবাদ সাবমেরিনস কম্পানির মালিকানাধীন। কম্পানির ওয়েবসাইটে একে এই অঞ্চলের ‘একমাত্র প্রকৃত’ বিনোদনমূলক সাবমেরিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে
দারুল উলুম তাজবিদুল কুরআন (মাদ্রাসা)
GOV.Regd no-1033/0024
মদিনা নগর চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোষ্ট-চৌহাটি, থানা: সোনারপুর, কোলকাতা-৭০০১৪৯
Mob: 9830401057 | Email: darululoom149@gmail.com
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলিচেছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মনিটরিং করানো হয়। মধ্যশিক্ষা পর্যদের সিলেবাস এবং আরবি বিভাগ কাফিয়া পর্যন্ত, তজবিদসহ হিফস মোকাম্মাল। ক্বেরাত এ হাফস এ বছর খোলা হইবে। অজিফার ব্যবস্থা থাকিবে (আলেম এবং হাফেজ হতে হবে)। কম্পিউটার শিক্ষা ৫ম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। আসরবাদ খেলার সময় দেওয়া হয় মগরিব পর্যন্ত। গরীব এতিমদের ফ্রি ব্যবস্থা আছে।
যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তারা শিঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। দানের ক্ষেত্রে আয়কর এ ছাড়
সকল ধর্মভীরু দ্বীদদরদি ভাইদের কাছে বিশেষ আবেদন আমাদের মদিনা নগর ইসলামিক এডুকেশন ওয়েল ফেয়ার Income tax ছাড় পাওয়া যায়। অন্য মাদ্রাসার মতো এই মাদ্রাসাকে আপনার আত্মীয় স্বজনকে অবগত করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার ইহকাল এবং পরকাল কামিয়াব করিবেন। আমিন।
INCOME TAX APROVAL NO
10B Registration no: AACTM5965EF2014 MADINA NAGAR ISLAMIC EDUCATIONAL AND WEL FARE TRUST SBI A/C NO-30800716497,
IFC Code - SBIN0001451– MOB-9830401057
সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব, ইস্তাজ আলি শাহ, ইউসুফ মোল্লা
সম্পাদক: ইমাম হোসেন সেখ
সহ সভাপতি: আবুলবাসার, আব্দুল্লাহ সরদার
সহ সম্পাদক: সৈয়েদ রহমাতুল্লাহ, আব্দুর রহমান মোল্লা
বিঃদ্রঃ- দু'জন হাফেজ ক্বারী শিক্ষক এবং বাংলা শিক্ষক প্রয়োজন।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ৮৫ সংখ্যা, ১৩ চৈত্র ১৪৩১, ২৭ রমজান ১৪৪৬ হিজরি

অর্থনৈতিক বিপর্যয়

সারা বিশ্ব আজ বড় অস্থির। করোনা মহামারি হইতে বিশ্ববাসী পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এই জন্য তাহাদের অনেক মূল্য দিতে হইয়াছে। কিন্তু মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসাবে বিশ্বে নূতন করিয়া যে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিয়াছে, তাহা থামিবার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইউক্রেন যুদ্ধের কোনো মীমাংসা না হইতেই ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে মধ্যপ্রাচ্য। পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ ইউক্রেনে বিশ্বের এক নম্বর গম রপ্তানিকারক দেশ রাশিয়ার হামলা আজও চলমান। অন্যদিকে বিশ্বের মোট তেলের ৫২ শতাংশ ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ৪৩ শতাংশের মজুতের অধিকারী মধ্যপ্রাচ্য আবার অশান্ত। ফলে বিশ্বে খাদ্য ও জ্বালানির সরবরাহ ও নিরাপত্তা আজ মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন। ইহাতে দেশে দেশে দেখা দিয়াছে অসহনীয় মূল্যস্ফীতি। ২০২০ সালে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি যেইখানে ছিল ১.৯৩ শতাংশ, সেইখানে ইহা গত বত্সর ছিল ৮.২৭ শতাংশ। এই বত্সর শেষ নাগাদ তাহা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা আমরা কেহ জানি না। যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া একের পর এক নিষেধাজ্ঞা ও পালটা নিষেধাজ্ঞায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় বিশ্ববাসীকে আজ দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতি বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলির অবস্থা কী হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। করোনার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের অর্থনৈতিক পারফরম্যান্স ছিল বেশ সন্তোষজনক। এশিয়ার টাইগার হিসাবে বাংলাদেশ আগাইয়া যাইতেছিল। কিন্তু করোনা ও যুদ্ধের অভিঘাত আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলিয়া দিয়াছে। ইহার উপর নির্বাচনি বত্সরে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো এইখানেও অর্থনৈতিক চাপ থাকাটা অস্বাভাবিক নহে। কেননা নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া রাজনীতি অস্থির হইয়া উঠিলে অর্থনীতিতে তাহার বিরূপ প্রভাব পড়িতে বাধ্য। ইহাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্তসহ বিপাকে পড়ে সামষ্টিক অর্থনীতি। সরকারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি সমস্যা প্রকট হইয়া উঠে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট-২০২৩ প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা ও টাকার অবমূল্যায়ন এই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে বড় অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলিয়া দিতে পারে। যদিও চলতি অর্থবত্সরের বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হইয়াছিল ৭.৩ শতাংশ, তবে বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলন অনুযায়ী তাহা হইতে পারে ৫.৬ শতাংশ। আইএমএফ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ীও আমরা রহিয়াছি নানামুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে। আমদানি-রপ্তানি ও রেমিট্যান্স হ্রাস, শিল্প খাতে বিপর্যয়, শিল্পের কাঁচামাল ও নিত্যপণ্য চাহিদামতো স্থানান্তর সংকট, রাজস্ব আদায়ে ধস, রিজার্ভ হ্রাস, ডলার-সংকট, ব্যাংক খাতে অস্থিরতা ইত্যাদি কারণে আমাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এখন হুমকির মুখে। প্রতিকূল আবহাওয়া, জ্বালানিসংকট, অর্থপাচার, করপোরেট সুশাসনের অভাব প্রভৃতি কারণও দায়ী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য। মর্গান স্ট্যানসির গবেষণায় অর্থনীতিবিদরা দেখাইয়াছেন যে, ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বের মোট দেশজ উত্পাদন হইবে ২.৯ শতাংশ, যাহা গত বত্সর ছিল ৩.৪ শতাংশ। তবে বিশ্ব অর্থনীতিকে দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিতে এবং সম্ভাব্য আরেকটি ভয়াবহ বিশ্বমন্দা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করা। কিন্তু দুশ্চিন্তায় থাকা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নেতাদের এই আবেদন কি বিশ্বনেতাদের কর্ণকুহরে আদৌ পৌঁছাইবে বা পৌঁছাইলেও কি তাহাদের শুভবুদ্ধির উদয় হইবে? এই পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত দেশগুলি বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দিয়া উঠিতে পারিলেও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য তাহা হইতে পারে বিপজ্জনক। তাই এই মুহূর্তে উন্নয়নশীল দেশগুলির নেতাদের উচিত নিজেদের বিরোধ-বিসংবাদ যতখানি সম্ভব দূরে ঠেলিয়া দেওয়া ও জাতীয় অর্থনীতিকে বাঁচাইতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

•••••••••••••

ইসরায়েলের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাই এখন হুমকির মুখে

আমাদের, ইসরায়েলিদের জীবন এখন নির্ভর করছে ফিলিস্তিনিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানো থামানোর ওপর। এই সরল সমীকরণটা সম্প্রতি সপ্তাহগুলোতে আরও পরিষ্কার হয়েছে। আমরা যদি ফিলিস্তিনিদের হত্যা করতে থাকি, তাহলে ডেভিড কুনিও, মাতান জাঙ্গুকার, গ্যালি ও জিভ বারম্যান, অ্যালান ওহেল এবং গাজায় আটক অন্য সব জিম্মির জীবন এখনকার চেয়ে আরও বেশি বিপন্ন হয়ে পড়বে। যেসব জিম্মি ইতিমধ্যে প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন, তাঁরা কিন্তু এমনটাই সাক্ষ্য দিয়েছেন। লিখেছেন দ্রোর মিশানি।

আমাদের, ইসরায়েলিদের জীবন এখন নির্ভর করছে ফিলিস্তিনিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানো থামানোর ওপর। এই সরল সমীকরণটা সম্প্রতি সপ্তাহগুলোতে আরও পরিষ্কার হয়েছে। আমরা যদি ফিলিস্তিনিদের হত্যা করতে থাকি, তাহলে ডেভিড কুনিও, মাতান জাঙ্গুকার, গ্যালি ও জিভ বারম্যান, অ্যালান ওহেল এবং গাজায় আটক অন্য সব জিম্মির জীবন এখনকার চেয়ে আরও বেশি বিপন্ন হয়ে পড়বে। যেসব জিম্মি ইতিমধ্যে প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন, তাঁরা কিন্তু এমনটাই সাক্ষ্য দিয়েছেন।

তবে উক্ত সমীকরণের প্রভাব আরও অনেক ব্যাপক ও গভীর– আমাদের জীবন এখন নির্ভর করছে ফিলিস্তিনিদের হত্যা থামানোর ওপর। আকাশ ও সমুদ্র থেকে উড়োজাহাজ ও মিসাইলের মাধ্যমে বোমা নিক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। পরিচয়, বয়স ও নিরপরাধের মাত্রার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যাদের হত্যা করা হয়েছে, তাদের কথা ভাবতে হবে।

আমরা যদি হত্যাযজ্ঞ না থামাই, এখানে, ইসরায়েলে, আমাদের শিশুদের জীবন বিপদের মুখে পড়বে। তাদের অনেককেই জীবন দিয়ে ৭ অক্টোবরে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দেড় বছর পরেও প্রতিশোধের এই অশেষ লিপ্সা ও হিংস্র ক্ষুধার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

ইসরায়েলে আমাদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাও নির্ভর করছে ফিলিস্তিনিদের হত্যা বন্ধ করার ওপর। এটি বন্ধ না হলে হাইকোর্ট বা অ্যাটর্নি জেনারেল এবং নিশ্চিতভাবে শিন বেতের [অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা বিভাগের] প্রধান আমাদের সহায়তা করতে পারবেন না।

যে রাষ্ট্র এক রাতে বাছবিচারহীনভাব ফিলিস্তিনিদের হত্যা করতে পারে এবং হামলার জন্য এখন আর কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে না, সে রাষ্ট্র এখানেই থামবে না।

কিন্তু আমরা যে দেশে এখন বসবাস করি, সে দেশের ভাষা এখন এমন হয়ে গেছে যে এখানে এখন আর কোনো মানুষের বাস নেই, আছে শুধু নামহীন শত্রু। এ যেন এক লজ্জাহীন দেশ, যার বৈধতার লজ্জাও নেই, নেই নৈতিক লজ্জা।

বহিঃশত্রুকে নির্মূল করার জন্য হত্যাযজ্ঞ চালানো হচ্ছে আর মরছে হাজারে হাজারে। হামলাকারী আর নিরীহ জনসাধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হচ্ছে না। আমরা হয়তো ধরে নিতে পারি যে এটা নিরন্তর চলবে না। তবে যে শাসকগোষ্ঠীর গাজা যুদ্ধে আত্মসচেতনতার প্রবল ঘাটতি, সে শাসকগোষ্ঠী এখন না হলেও অদূর ভবিষ্যতে ক্ষমতা প্রয়োগে একই রকম আচরণ করবে। যে দেশ গাজার লাখ লাখ নিরীহ বাসিন্দাকে বিমানবিকীকরণ (ডিহিউম্যানাইজড) করতে পারে, সে দেশ নিজের নাগরিকদেরও সামনে তাই করবে।

> **বহিঃশত্রুকে নির্মূল করার জন্য হত্যাযজ্ঞ চালানো হচ্ছে আর মরছে হাজারে হাজারে। হামলাকারী আর নিরীহ জনসাধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হচ্ছে না। আমরা হয়তো ধরে নিতে পারি যে এটা নিরন্তর চলবে না। তবে যে শাসকগোষ্ঠীর গাজা যুদ্ধে আত্মসচেতনতার প্রবল ঘাটতি, সে শাসকগোষ্ঠী এখন না হলেও অদূর ভবিষ্যতে ক্ষমতা প্রয়োগে একই রকম আচরণ করবে। যে দেশ গাজার লাখ লাখ নিরীহ বাসিন্দাকে বিমানবিকীকরণ (ডিহিউম্যানাইজড) করতে পারে, সে দেশ নিজের নাগরিকদেরও সামনে তাই করবে।**

এক জায়গায় ক্ষমতার সীমাহীন প্রয়োগের বিরোধিতা করে আরেক জায়গায় তা ঠান্ডা মাথায় মেনে নেওয়া হলে প্রকৃতপক্ষে এই বিরোধিতা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফিলিস্তিনি জনগণকে আমরা বিমানবিকীকরণ করেছি, তাঁদেরকে মানুষ মনে করছি না। হাজার হাজার ফিলিস্তিনি যুদ্ধের শুরু থেকে প্রাণ দিয়ে আর লাখ লাখ ফিলিস্তিনি আহত ও নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে এখন পর্যন্ত এই বিমানবিকীকরণের মূল্য চুকাচ্ছে।

কিন্তু এখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমরা নিজেরাও নিজেদের জীবন দিয়ে এর মূল্য পরিশোধ করতে যাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে চড়া মূল্য দেব। অল্প কিছু মানুষ আমাদের বছরের পর বছর এ নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। আমরা তো রাষ্ট্রীয় সহিংসতার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়েছি। ৭ অক্টোবরের পর অনেকে একে উৎসাহিত করেছেন ও উসকানি দিয়েছেন। আর এখন তো এই সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। নিয়ন্ত্রণহীন এই ক্ষোভের আগুন তো পথে যা পাচ্ছে তাই পুড়িয়ে দিচ্ছে।

তবে এখন সম্ভব অনুশোচনা করার ও আমাদের মানসিকতা পরিবর্তনের।

প্রতিশোধস্পৃহার এই উদগ্র বাসনা গোটা ইসরায়েল রাষ্ট্রকে গ্রাস করলেও তা থামানোর চেষ্টা করা যেতে পারে, যদিও তা অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমাদের বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে ও বিক্ষোভ-মিছিলে যোগ দিতে হবে। না। এবার আর শুধু জিম্মিদের মুক্তির দাবিতে নয়, নয় প্রতিহিংসাপরায়ণ ও সীমাহীন সহিংসতার এই সরকারের পতনের দাবিতে, বরং ফিলিস্তিনিদের এভাবে জবাই করা যাবে না–এই দাবিতে।

আমরা যদি শুধু এই দাবিতেই সবাই রাস্তায় নেমে আসি, সবার আগে শুধু গাজা উপত্যকায় হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার দাবিতে– তাহলে হয়তো আমরা জিম্মিদের জীবন বাঁচাতে ও ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারব।

এখনো এ দেশে যে অল্প আশা আছে, যা নিয়ে আমরা বেঁচে আছি, তাতে এমন কোনো শাসকগোষ্ঠীর সুযোগ নেই, যার একমাত্র ভাষা হলো সহিংসতা এবং যে মানব অস্তিত্ব স্বীকার না করে শুধু হামলার লক্ষ্যবস্তু খুঁজে ফেরে।

দ্রোর মিশানি ইসরায়েলি সাহিত্যিক। হারেৎজ-এ প্রকাশিত লেখাটি ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তর

ধর্ষণের দায়ে দণ্ডিত সেই আশারাম বাপুর জায়গা অলিম্পিকের জন্য অধিগ্রহণের পরিকল্পনা

আপনজন ডেস্ক: ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের জন্য ভারতের স্বঘোষিত গুরু আশারাম বাপুর আশ্রমের জায়গা অধিগ্রহণ করা হতে পারে। ধর্ষণের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত এই গুরুর আশ্রম ছাড়াও আরও দুটি আশ্রমের জায়গাও অধিগ্রহণের পরিল্পনায় রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নিউজ চ্যানেল এনডিটিভি বলছে, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পাটেলের নেতৃত্বাধীন সরকার অলিম্পিকের জন্য জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। আহমেদাবাদে অধিগ্রহণ করতে যাওয়া ৬৫০ একর জায়গায় ‘অলিম্পিক ভিলেজ’সহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হবে। অধিগ্রহণ করতে যাওয়া জায়গার মধ্যে তিনটি আশ্রমের জমি রয়েছে। সেগুলো সাধু শ্রী আশারাম আশ্রম, ভারতীয় সেবা সমাজ ও সদাশিব প্রাজ্ঞ মণ্ডল।

২০১৩ সালে এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে আশারাম বাপুর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। সেই মামলায় ২০১৮ সালে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। অবশ্য বর্তমানে তিনি জামিনে আছেন। চলতি বছরের ১৪ জানুয়ারি রাজস্থান হাইকোর্ট অসুস্থতার জন্য আশারাম বাপুকে জামিন দিয়েছেন। এই জামিনের মেয়াদ ৩১ মার্চ পর্যন্ত।

২০৩৬ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক আয়োজনের ব্যাপারে ভারত আগ্রহী। এ ব্যাপারে গত বছরের অক্টোবরে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিকে (আইওসি) চিঠি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি জানিয়েছে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (আইওএ)।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আসরের প্রস্তুতি হিসেবে বড় পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে তিনটি আশ্রমের জায়গা অধিগ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে ধর্ষণের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত আশারাম বাপুর আশ্রম। আহমেদাবাদের মোটেরায় অবস্থিত এই আশ্রমকে সরদার প্যাটেল স্পোর্টস এনক্লেভ তৈরির জন্য অধিগ্রহণ করা হবে। অলিম্পিকের জন্য অন্যান্য স্থাপনাও নির্মাণ করা হবে মোটেরায় অবস্থিত বর্তমান নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের আশপাশের প্রায় ৬৫০ একর জমিতে।

তবে এসব আশ্রমের জায়গার বদলে অন্য স্থান অধিগ্রহণ করা যায় কি না, সে ব্যাপারেও সরকারের মধ্যে চিন্তাভাবনা আছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ-সংক্রান্ত ‘দ্য ল্যান্ড পার্সেল ফাইনালাইজেশন কমিটি’ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে বড় খেলাধুলার আসর অলিম্পিক আয়োজন করতে কেন্দ্রে খরচ হতে পারে ৩৪ হাজার ৭০০ কোটি থেকে ৬৪ হাজার কোটি টাকা। গত বছর প্যারিস অলিম্পিকে খরচ হয়েছিল ৩২ হাজার ৭৬৫ কোটি টাকা।

২০৩৬ সালের অলিম্পিক ভারতে অনুষ্ঠিত হলে সেগুলোর ভেন্যু হবে গুজরাটের দুটি শহরসহ ভোপাল, গোয়া, মুম্বাই ও পুনে।

এ পর্যন্ত কাতার, সৌদি আরবসহ ১০টির বেশি দেশ ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে। অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে কত দেশ এ ব্যাপারে আবেদন করেছে, তা এখনো জানা যায়নি।

২০৩৬ সালের অলিম্পিকের আয়োজক দেশের নাম জানা যাবে আগামী বছর।

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি/২

মজিবুর রহমান

গতকালের পর

পশ্চিমবঙ্গে বিশ শতকের সাতের দশকে কিছু পড়ুয়া নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হয়ে ক্যাম্পাস রাজনীতি এবং মূল ধারার রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ক্যাম্পাস ও রাজপথ রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। বিগত দুই-তিন দশকে অধ্যক্ষ ও উপাচার্য ঘেরাওয়ের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। পড়ুয়ারা উপাচার্যকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে মারপিট করে মাথা ফাটিয়েছেন, হাত-পা ভেঙেছেন। লোকসভা, বিধানসভা বা পঞ্চায়েত-পৌরসভার সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে উত্তেজনা, কোন্দল, হিংসা ও হানাহানি চলে ছাত্র সংসদের নির্বাচনেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। এখন ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দ যেমন চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সাঙ্ঘাতিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকেন তেমনি তাদের ছাত্র নেতারা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি প্রক্রিয়ায় চরম অনিয়ম করেন। বহিরাগতরা ক্যাম্পাসে ঘোরাফেরা করেন। ছাত্র সংসদের অফিস শাসকদলের পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। পড়াশোনার সুস্থ পরিবেশ থাকছে না।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির অস্তিত্ব নেই। সরকারি কলেজ-ইউনিভার্সিটি থেকেও ক্যাম্পাস রাজনীতিকে বিদায় জানানোর জোরদার দাবি রয়েছে। যারা ক্যাম্পাস রাজনীতির অবসান চান তাঁদের বক্তব্য হলো, ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসেন পড়াশোনা করতে, রাজনীতি করতে নয়। ছাত্র সংসদের নির্বাচনকে ঘিরে উত্তেজনা ও অশান্তির জেরে ক্যাম্পাসের পরিবেশ নষ্ট হয় এবং পঠনপাঠন বিঘ্নিত হয়। ইউ পি এ জমানার জে এম লিংডো কমিটি এবং এন ডি এ জমানার টি এস আর সুব্রহ্মণ্যম কমিটি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সুপারিশ করে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বিজেপির নেতা কেশরীনাথ ত্রিপাঠী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতিমুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত কয়েক বছর ধরে সমস্ত কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ রেখেছে।

‘ছাত্রনাং অধ্যয়নাং তপঃ’ প্রবাদটি স্কুল ছাত্রদের ক্ষেত্রে যতটা প্রযোজ্য কলেজ-ইউনিভার্সিটির পড়ুয়াদের জন্য ততটা নয়। উচ্চশিক্ষা পড়া মুখস্থ করার জায়গা হওয়া উচিত নয়। শুধুমাত্র নিজের ‘ক্যারিয়ার’ নিয়ে ব্যস্ত ও চিন্তিত থাকা একধরনের স্বার্থপরতা। কাজী নজরুল ইসলাম যে ‘ছাত্রদলের গান’ গেয়েছেন তাকে অবদমিত করা যায় না। সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘আঠারো বছর বয়স’কে ‘লক্ষ্মণ রেখা’ দিয়ে আটক রাখা যায় না। উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থাকতে পারেন না। তাঁদের জ্বলন্ত ও জরুরি বিষয় নিয়ে মতামত গঠন ও প্রকাশ করতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। সেই রাজনীতির প্রাথমিক পাঠ ছাত্র জীবনে পেলে তো ভালোই! পড়াশোনা নিশ্চয়ই প্রায়োরিটি পাবে কিন্তু শিক্ষা বহির্ভূত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হবে। এই দুইয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করলেই হল। ছাত্র রাজনীতি করেছেন আবার লেখাপড়াটাও সাফল্যের সঙ্গে শেষ করেছেন এমন অজস্র উদাহরণ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানগতভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ (বিশ্ববিদ্যালয়), দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির একটা ঐতিহ্য আছে। লেখাপড়ার গুণগত মানের দিক থেকেও এগুলো দেশের অগ্রগণ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।

> **পশ্চিমবঙ্গে বিশ শতকের সাতের দশকে কিছু পড়ুয়া নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হয়ে ক্যাম্পাস রাজনীতি এবং মূল ধারার রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ক্যাম্পাস ও রাজপথ রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। বিগত দুই-তিন দশকে অধ্যক্ষ ও উপাচার্য ঘেরাওয়ের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। পড়ুয়ারা উপাচার্যকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে মারপিট করে মাথা ফাটিয়েছেন, হাত-পা ভেঙেছেন। লোকসভা, বিধানসভা বা পঞ্চায়েত-পৌরসভার সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে উত্তেজনা, কোন্দল, হিংসা ও হানাহানি চলে ছাত্র সংসদের নির্বাচনেও তার প্রতিফলন ঘটেছে।**

শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার হলেন শিক্ষার্থীরা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাঁদের প্রতিনিধিত্ব কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। তাঁদের সুবিধা অসুবিধার কথা বলার সুযোগ ও অধিকার অবশ্যই থাকা দরকার। কিছু শিক্ষার্থীর উচ্ছৃঙ্খলতার দোহাই দিয়ে ছাত্র সংসদকেই অকার্যকর করে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। শিক্ষার্থীদের একটু আধটু অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাস ও ভুল-ভ্রান্তিকে সাঙ্ঘাতিক অপরাধ বিবেচনা করলে চলবে না। ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র সংসদের বৈধতাকে হঠাৎ অস্বীকার করা কোনো ন্যায় সঙ্গত পদক্ষেপ হতে পারে না। ছাত্র রাজনীতি বিলুপ্ত হলে শিক্ষাঙ্গনে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হবে না। সেক্ষেত্রে সরকার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের পক্ষে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ ও রূপায়ণ সহজ হবে। উচ্চশিক্ষার বেসরকারিকরণ ত্বরান্বিত হবে। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ছেলেমেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার বন্ধ হবে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ধ্বজাধারীরা হয়তো সেটাই চাইছেন।

লেখক, প্রধানশিক্ষক, কাবিলপুর হাইস্কুল, সাগরদিঘি

****** মতামত লেখকের নিজস্ব*

প্রথম নজর

মাদ্রাসা শিক্ষকদের সমস্যা নিয়ে জেলা শিক্ষা দফতরে শিক্ষক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আলিপুর

আপনজন: লস্ট ইনক্রিমেন্টের এরিয়ার পেতে জেলা শিক্ষা দফতরে আবেদন জানালো মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদল। জানা গিয়েছে, আর্থিক বর্ষ শেষ হতে চললেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার আখড়া গার্লস হাই মাদ্রাসা, দাদপুর গুঞ্জুরপুর সিনিয়ার মাদ্রাসা, বনমালিপুর সিনিয়ার মাদ্রাসা, হাতিশালা সরোজিনী হাই মাদ্রাসা সহ বেশ কিছু মাদ্রাসার প্রায় কুড়ি জন শিক্ষকের লস্ট ইনক্রিমেন্ট বা স্টপ ইনক্রিমেন্ট-এর অর্থ এখনও পাননি। ইনক্রিমেন্ট জনিত সমস্যায় থাকা শিক্ষকরা জানান, শিক্ষকতার পেশায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ থাকা বাধ্যতামূলক হওয়ার পর চাকরি পাওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে যাদের প্রশিক্ষন সম্পন্ন হয়নি, নিয়ম অনুসারে তাদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার যখন প্রশিক্ষন সম্পন্ন হয়েছে তারপর থেকে যথারীতি পুনরায় ইনক্রিমেন্ট জনিত বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাদের প্রশিক্ষন সম্পন্ন হয়নি তাদের প্রশিক্ষন সম্পন্ন হওয়ার মধ্যবর্তী সময় কালে যে ইনক্রিমেন্ট জনিত বেতন বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা রাজ্য সরকারের বদান্যতায় এরিয়ার বাবদ মিটিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এখনো প্রায় কুড়ি জন মাদ্রাসা শিক্ষক লাস্ট ইনক্রিমেন্ট-এর অর্থ এখনও পাননি। তাদের সমস্যা সমাধানে তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির নেতা আবু সুফিয়ান পাইকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল আলিপুর জেলা শিক্ষা দফতরে যান। সুফিয়ান বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে লস্ট ইনক্রিমেন্ট জনিত এই এরিয়ার এর অর্থ অনেকেই পেয়েও গেছেন। তবে গত বছর বরাদ্দ অর্থের সবটার সদ্ব্যবহার করা হয়নি, টাকা ফেরত গিয়েছিল। এ বছর যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য আধিকারিকদের জানানো হয়েছে।

ঈদে সম্প্রীতি বিষয়ক আলোচনা সভা

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে শতাধিক ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের মধ্যে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার গুরুত্ব নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান। এছাড়া ছিলেন সংগঠনের রাজ্য ও জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, জেলা চেয়ারম্যান ও শিক্ষা রত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাষ্টার মাইনুল ইসলাম, সভাপতি মাওলানা ওলিউল্লাহ বিশ্বাস, জেলা জমিয়তের সভাপতি মাওলানা বদরুল আলম প্রমুখ।

হিউম্যান রাইটসের নতুন অফিস

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: চাঁচল মহকুমায় প্রথম হিউম্যান রাইটস প্রোটেকশন কাউন্সিলের কার্যালয় হল হরিশ্চন্দ্রপুরে। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হল। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের উকিল সভন দাস গুপ্তা, ফুটবল রাজ্য কমিটির সদস্য অমূল্য রায়, পরিবেশ প্রেমি নির্মল রবি দাস ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইমরান আলি সহ প্রমুখ। চাঁচল মহকুমার হিউম্যান রাইটস প্রোটেকশন কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দা তথা সমাজ সেবক আমিনুল হক কে। গত ২৩ মার্চ চাঁচল বার অ্যাসোসিয়েশনের উকিকবাবুরা আমিনুলের হাতে হিউম্যান রাইটস প্রোটেকশন কাউন্সিলের অ্যাপয়েন্টস লেটার তুলে দেন।

ইফতার মজলিশে পুরসভার চেয়ারম্যানও

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: বীরভূমের মল্লারপুরে মানুষের সাথে মানুষের পাশে সমাজসেবী কর্ণধার রিপন মিয়ার উদ্যোগে আজ অনুষ্ঠিত হল ইফতারের মজলিস পবিত্র মাহে রমজান মুমিনদের জন্য আনন্দের। এটি রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস। এই মাসে আল্লাহর রহমত ব্যাপকভাবে বর্ষিত হয়। তাই ইবাদতের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন সম্ভব হয়। এই পবিত্র মাসে ইফতারের মজলিসে উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত, বীরভূম জেলা পরিষদের কো-মেন্টার ধীরেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়াসিম আলী ভিক্টর সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। মানুষের সাথে মানুষের পাশে সমাজসেবী কর্ণধার রিপন মিয়া, সহ এলাকার বেশ কিছু মানুষ সকলের উপস্থিতিতে ইফতারের মজলিসে দোয়া-খয়রাতের পরে ইফতার ও তারপরে নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রীষ্মের শুরুতেই পুরুলিয়ার নানা প্রান্তে ব্যাপক জল সংকট

অরবিন্দ মাহাতো ● পুরুলিয়া

আপনজন: গ্রীষ্মের শুরুতেই জেলা পুরুলিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে জল সংকট। গ্রীষ্মের শুরুতেই তীব্র জলসংকটে জঙ্গলমহল বান্দোয়ানের কুমড়া পঞ্চায়েত এলাকার লেদাশাল গ্রামের বাসিন্দারা। এ সমস্যা শুধু একটা বছরের নয়। ফি বছর নিদারুণ জলসমস্যার কোন সমাধান আজ পর্যন্ত হয়নি, সরকার আসে ,সরকার যায়, পরিবর্তন হয় চেয়ারের, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। এ যেন এক অন্য যন্ত্রণা জঙ্গলমহলবাসীর। পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলের পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা আদিবাসী অধ্যুষিত এই লেদাশাল গ্রাম। গ্রামে রয়েছে তিন তিনটে পাড়া, গ্রামের সমস্ত পাড়ায় রয়েছে নলকূপ, কিন্তু গ্রামের মধ্যে এমনও পাড়া রয়েছে যে পাড়ায় নলকূপ বসানোর পর আজ পর্যন্ত এক ফোটাও জল পায়নি গ্রামের মানুষজনেরা। একটা সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন বাংলার বাড়িতে বাড়িতে দেওয়া হবে পানীয় জলের কানেকশন বা গ্রামে বসবে সৌরশক্তি চালিত পাম্পের জলের ট্যাংক, সেসব কিছুই হয়নি গ্রামে। গ্রামের মানুষজনের একমাত্র ভরসা জঙ্গল ও চাষের জমির মাঝে থাকা পাত কুয়োর জলেই, তাইতো সেই জল পান করেই দিন কাটাচ্ছেন গ্রামের মানুষজনেরা। একাধিকবার পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসন দপ্তরকে জানানো হলেও জলের সমস্যার সমাধান করেনি কেউই এমনই দাবি গ্রামের মানুষজনেদের, ভোট আসে ভোট যাই মিলে একের পর এক প্রতিশ্রুতি। সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে আসেন না কেউই বলে দাবি গ্রামবাসীদের। এখন ভরসা গ্রামেরই একটা কুয়ো কিন্তু তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে সেই কুয়োতেও পর্যাপ্ত জল মিলে না। ঘোলা ও নোংরা জল ফুটিয়েই পান করেন গ্রামের মানুষজনেরা। যেখানে সরকার উন্নয়নের বুলি উড়াতে ব্যস্ত তার মাঝেই এ যেন এক অন্য ছবি ধরা পড়লো আমাদের ক্যামেরায়। তবে কি? প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। যেখানে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হয় জঙ্গলমহল উন্নয়নের জোয়ারে হাসছে, সেখানে সামান্য পানীয় জলের পরিষেবা টুকুও দিতে ব্যর্থ রাজ্য সরকার, পানীয় জলের জন্য করতে হয় হাহাকার ,তীব্র গরমে ছটফট করতে হয়, একটু পানীয় জলের জন্য গ্রামবাসীদের।

যদিও এই বিষয়ে বান্দোয়ান ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিঙ্কু মাহাতো এক প্রকার মেনেই নিয়েছেন যে লেদাশাল গ্রামে জলের একটা তীব্র সমস্যা রয়েছে , অন্যদিকে তিনি আবার বলছেন ব্লক প্রশাসন নাকি সেদিকে নজর রাখে? যাতে কোনো সমস্যা না হয় গ্রামবাসীদের, এবার প্রশ্ন যদি ব্লক প্রশাসন সেদিকে নজরে রাখতো তবে কেন বছরের পর বছর জল কষ্টের সমস্যায় পড়তে হয় লেদাশাল গ্রামের বাসিন্দাদের।

কালিয়াচকের লিচুর উৎপাদনের ঘাটতি দেখছেন লিচু চাষিরা

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: লিচু চাষের বৃদ্ধি পেলেও এবছর মালদহের কালিয়াচকের লিচুর উৎপাদনের ঘাটতি দেখছে লিচু চাষিরা। কালিয়াচকের অধিকাংশ লিচু বাগানে নতুন পাতা গজালেও মুকুলের দেখা সেই অর্থে নেই। তাই এবার লিচু ফলন কি হবে, তা নিয়ে চিন্তিত কালিয়াচকের লিচু চাষিরা। কারণ জেলার অধিকাংশ লিচু চাষিরা ঋণ নিয়ে গাছের পরিচর্যা থেকে সার ভিটামিন প্রয়োগ করে থাকেন। ফলন কম হলে অনেক সমস্যা ও আর্থিকভাবে লোকসানের মুখে পড়তে হবে লিচু চাষীদের। কালিয়াচক-১ ব্লক কৃষি দপ্তরের আব্দুর রাফিক জানান, গত বছর ফলন ভালো হয়েছিল, এবছর বাগানে পরিচর্যা শুরু করা হয়েছিল প্রথম থেকেই। তা সত্ত্বেও বাগানের লিচুফলন ভালো না হওয়ায় চাষীদের এবার লোকসান হতে পারে। মালদা জেলা উদ্যান পালন সূত্রে জানা যায়, গত বছর মালদহ জেলায় ১৪৬২ হেক্টর জমিতে লিচু চাষ হয়েছিল। এবছর জেলায় জমি বেড়েছে প্রায় ৮২ হেক্টর, জেলায় কালিয়াচকের তিনটি ব্লকে সব থেকে বেশি চাষ হয়। গত বছর জেলায় লিচুর ফলন হয়েছিল ৮৮৮৭ মেট্রিক টন। এই মরশুমের প্রথম থেকেই গরম আবহাওয়া, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকায় এবছর লিচুর বাগান গুলোতে ঠিকভাবে মুকুল ফুটতে পারেনি। এর ফলে চলতি মরশুমে জেলার লিচুর ফলন অনেকটাই কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কালিয়াচকের লিচু বাগানগুলি পরিদর্শন ও চাষীদের সাথে কথা বললেন আব্দুর রাফিক, কালিয়াচক-১ ব্লক কৃষি দপ্তরের সহকারী প্রযুক্তি ব্যবস্থাপক আব্দুর রাফিক, কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক আমির সোহেল, কৃষক নেতা কুরবান সেখ, লিচু চাষী এনামুল হক, রহমত আলী, পঙ্কজ মন্ডল, সাবেদ আলী, মিঠুন মন্ডল, নুর সায়েম সহ বেশকিছু চাষীরা। কালিয়াচকের লিচু চাষী এনামুল হকের বক্তব্য, বিগত ২১ সালে আমরা দেখেছিলাম আমের ফলন ভালো হয়েছিল যেখানে ১০% ছিল ২০২৩ সালে লিচুফলন হয়েছিল ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ ফলন হয়েছিল। আবার এই ২০২৫ সালে লিচুর ফলন দেখছি অনেকটাই কম এবং ২২-২৩ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে আমের ফলনটা দেখতে পাচ্ছি ৮০% শতাংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং মালদার আম আমরা দেখি এক বছর ফলন হয় আর এক বছর ফলন হয়নি এটা যদি প্রতিবছর ফলন পেতে হয় তার জন্য কৃষকদের জৈব সার অর্গানিক প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে হবে। আরও বলেন, নিয়ম মেনে পরিচর্যা করে যেমন আমারও ৪০% শতাংশ লিচু ফলন হয়েছে তেমনি কৃষকদের বার্তা দিতে চাইছি। লিচু ফলন কে বাড়াতে হলে লিচু ভাঙার কিছুদিন হরমোন জাতীয় স্প্রে ব্যবহার করতে হবে। এবং লিচু গাছের গোড়ায় জৈব সার দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আবহাওয়া এখন খামখেয়ালি চলছে বৃষ্টি যখন দরকার তখন বৃষ্টি হচ্ছে না। কৃষক বন্ধু কুরবান সেখ বলেন, এবছরের লিচু চাষিরা একেবারে ক্ষতিগ্রস্ত, আর্থিক দিক দিয়ে আমি সরকারের কাছে চাইবো কৃষি মন্ত্রী বেচারাম মান্না মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব যে কৃষি ফসলের যেমন একটা বীমা হচ্ছে, কৃষক বন্ধু প্রকল্প থেকে এই লিচু আম চাষীদের ক্ষতিগ্রস্ত ও আর্থিকভাবে কিভাবে তাদের পাশে দাঁড়ানো যায়। এটা নিয়ে আমি মন্ত্রী বেচারাম মান্নার কাছে দরখাস্ত করব। আমাদের কালিয়াচকের তিনটি ব্লক কৃষি নির্ভরশীল এলাকা এবং লিচু ও আম চাষে পরিপূর্ণ। লিচু চাষীদের পাশে কিভাবে দাঁড়ানো যায়, মালদার আম লিচুকে সংরক্ষণ করার জন্য যে হিম ঘরের প্রয়োজন সেই নিয়ে কথা বলব। আবেদন করব যে আমাদের কালিয়াচকে হিমঘর যেন গড়ে ওঠে।

আবাস যোজনায় ঘরের কাজ হচ্ছে কিনা বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনে বিডিও

এহসানুল হক ● সন্দেশখালি

আপনজন: গ্রামে ঘুরে ঘুরে হুঁশিয়ারি দিলেন ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, বাংলা আবাস যোজনার ঘরের উপভোক্তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি তৈরি কাজ শুরু না করলে টাকা ফেরত নিয়ে নেওয়া হবে। কয়েক দিন ধরেই সন্দেশখালি দুই নম্বর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় অভিযোগ আসছিল আবাস যোজনার ঘরের টাকা পেয়ে তারা খরচ করে ফেলেছেন, সেই টাকা দিয়ে তারা ঘর তৈরি করেননি। এদিন সন্দেশখালী ২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অরুন কুমার সামন্ত বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধানদের সঙ্গে করে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরলে এবং যেসব উপভোক্তারা বাংলার আবাস যোজনার ঘরের টাকা পেয়েছেন, কিন্তু এখনো বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেনি তাদেরকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন। তিনি উপভোক্তাদের সরাসরি বলেন-এক সপ্তার মধ্যে বাড়ি তৈরীর কাজ শুরু করতে হবে,তা না হলে টাকা ফেরত নেওয়া হবে। এখনো পর্যন্ত সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক গ্রামে ঘুরে খবর নেন, এক হাজার এমন উপভোক্তা রয়েছে যারা এখনো টাকা পেয়েছে কিন্তু বাড়ি শুরু করেনি। যদিও এই বিষয়ে বিডিও অরুন কুমার সামন্ত জানান- আমাদের সার্ভে চলছে। এখনো পর্যন্ত এক হাজার জন এমন পরিবার পেয়েছি। খুব শিগগিরই বাড়ির কাজে হাত লাগানো হবে।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ মনিগ্রামে এবার তৈরি হচ্ছে কমিউনিটি হল

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সাগরদিঘী পঞ্চায়েত সমিতি এবং সাগরদিঘী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে মনিগ্রামে নির্মিত হচ্ছে একটি আধুনিক মানের কমিউনিটি হল। যা শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন এই কমিউনিটি হলটি সাগরদিঘী ব্লকের উত্তর অংশে বসবাসকারী বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করবে। সাগরদিঘী বিডিও অফিসে একটি কমিউনিটি হল রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা ব্লকের উত্তর অংশে বসবাসকারী বাসিন্দাদের জন্য দূরবর্তী ব্যাপার।
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান জানান, "এতদিন কোন অনুষ্ঠান বা প্রশিক্ষণের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের বহরমপুর কিংবা জঙ্গিপুর যেতে হত। তবে মনিগ্রাম বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন রাজ্য সড়কের পাশে এই কমিউনিটি হল গড়ে উঠলে স্থানীয় মানুষজন সহজেই এখানে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন। পাশাপাশি পারিবারিক অনুষ্ঠানেও এটি ব্যবহার করা যাবে।"
কমিউনিটি হলের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন তিনি। তাঁর বাসভবনের খুব নিকটে হওয়ায় প্রতিনিয়ত সেখানে নজর রেখেছেন সভাপতি মসিউর রহমান।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মনিগ্রাম শুধুমাত্র একটি প্রাচীন জনপদই নয়, এটি মুর্শিদাবাদের অন্যতম ঐতিহাসিক এলাকাও বটে। বর্তমানে সাগরদিঘী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত এই মনিগ্রামে। নির্মীয়মান কমিউনিটি হল থেকে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত চাঁদপাড়া গ্রাম। মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ চাঁদপাড়া গ্রামও ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বহন করে। গবেষণালব্ধ তথ্যানুসারে, চাঁদপাড়া গ্রামটি সুলতানি আমলের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, তাঁর ভাই ইউসুফ শাহ ও পিতা সৈয়দ আসরফ হোসেনি প্রথমে মধ্য এশিয়ার তেরমিজ নগরে বসবাস করতেন। পরে তাঁরা বাংলার রাঢ় অঞ্চলের চাঁদপুর গ্রামে (সম্ভাব্য বর্তমান চাঁদপাড়া) বসতি স্থাপন করেন। হোসেন শাহ ও তাঁর ভাই স্থানীয় এক কাজীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে কাজী সাহেব তাঁর কন্যাকে হোসেন শাহের সঙ্গে বিবাহ দেন। এই অঞ্চল থেকেই হোসেন শাহের রাজনৈতিক উত্থান শুরু হয়, যা পরে বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করে। একসময় গৌড়ের সুলতান হওয়া আলাউদ্দিন হোসেন শাহের বাল্যকাল কেটেছে এই চাঁদপাড়া গ্রামে। ফলে এখানে গড়ে ওঠা কমিউনিটি হল কেবল সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের কেন্দ্র হয়ে থাকবে তা নয়, বরং স্থানীয় ইতিহাস চর্চারও এক অনন্য ক্ষেত্র হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী ইতিহাস প্রেমীরা।

সুন্দরবনের ৩৯টি ফেরিঘাট নিলাম হচ্ছে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: সুন্দরবন নদীমাতৃক এলাকা।এখনো নদীপথে যাতায়াতের মূল মাধ্যম।আর তাই সুন্দরবনের ৩৯ টি ফেরিঘাট নিলাম করতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ। ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।ক্যানিং,বাসন্তী, গোসাবা, কুলতলি, জয়নগর, রায়দীঘি, সাগর, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ,নামখানা ইত্যাদি ব্লকে এক জায়গা থেকে আরেক প্রান্তে যাওয়ার যেসব ফেরিঘাট রয়েছে, তাঁর পরিচালনা কার হাতে থাকবে তার জন্যই এই নিলামের ডাক দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে,৮ই এপ্রিলের মধ্যে দরপত্র জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে। ৯ই এপ্রিল নিলামের দিন ধার্য করা হয়েছে। পাশাপাশি এবার জেলা পরিষদ ঠিক করেছে, এই প্রক্রিয়া মিটে গেলে ফেরিঘাটগুলিতে রক্ষণা বেক্ষণের জন্য বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হবে।এর পাশাপাশি সরকারি শর্ত রাখা হয়েছে, যার মধ্য বেশ কিছু উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেমন ফেরী চালানোর জন্য সরকারী ট্রেনিং প্রাপ্ত অন্তত দুজন মাঝি ও তৎসহ চারজন সহকারী আবশ্যক।সমস্ত মাঝি ও সহকারীদের আর্থিক দায়ভার নিলাম দাতাদের নিতে হবে। ফেরী পারাপারের জন্য আবেদনকারী নিলাম সংস্থাকে জলধারা প্রকল্পে জেলা পরিষদ হইতে প্রাপ্য বোট বা নৌকা উপযুক্ত ভাড়ার মাধ্যমে নিতে হবে। যদি অবিলম্বে জেলা পরিষদ বোট বা নৌকার বন্দোবস্ত করতে না পারে তাহলে তাদের নিজেদের ব্যবস্থা করতে হবে।প্রতিটি ফেরী ঘাটের জন্য অন্তত দুটি বোট রাখতে হবে।আর জলপথে দূর্ঘটনা এড়াতে সরকারি নিয়ম মেনে চালাতে হবে।

সামশেরগঞ্জে ভোটার লিস্ট পর্যালোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ভোটার তালিকা বিষয়ক পর্যালোচনা সভা সামশেরগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের।
বৃহস্পতিবার আইপ্যাক টিমের উপস্থিতিতে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলায় অবস্থিত দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই বর্ধিত সভা। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম সহ অন্যান্য ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ।
বৈঠক থেকেই ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অঞ্চল এবং বুথ স্তরে একটি করে কমিটি গঠন করে কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। সামশেরগঞ্জ বিধানসভার সাতটি অঞ্চলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা সামিল হন বৈঠকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো বুথ স্তরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখার পাশপাশি ভুতুড়ে ভোটার অনুসন্ধান করবে নতুন কমিটি বলে জানা যায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজোলে ইফতার মজলিশ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: দেওতলা ইফতার কমিটির উদ্যোগে পবিত্র ইফতার মাহাফিল অনুষ্ঠান হয়.।মালদার গাজোল দেওতলা ইফতার কমিটির উদ্যোগে পবিত্র রমযান মোবারক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় দেওতলা বাস স্ট্যান্ড ৫১২ নং জাতীয় সড়ক রাহানুর আলম এর বাড়ির সামনে বৃহস্পতিবার রাত্রি সাতটা নাগাদ দেওতলা ইফতার কমিটির মূল উদ্যোক্তা দানিয়াল হুসেন বলেন এদিন তাদের এই অনুষ্ঠানটি ৩৬ তম বর্ষে আজ অনুষ্ঠানে সেখানে ২ শো অধিক জমায়েত হয়। সকলে নামাজ পরেন ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে সুস্থভাবে ইফতার মাহাফিল অনুষ্ঠান হয়। ইফতার মাহফিল এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেওতলা ইফতার উদ্যোগতা দানিয়াল হুসেন, ইফতার কমিটির আজাহার হোসেন, ইফতার কমিটির সম্পাদক আলহাজ জমির উদ্দিন সরকার,বিশিষ্ট সমাজসেবী কারীম কাউসার, তানবির আলম, মিঠুন মজুমদার, জামিউল ইসলাম,আসিস কর্মকার সহ অন্যান্যরা।

কংগ্রেস কাউন্সিলরের বস্ত্র বিতরণ

সেখ মহম্মদ ইমরান ● মেদিনীপুর

আপনজন: পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে মেদিনীপুর পৌরসভার একমাত্র কংগ্রেস কাউন্সিলর মহম্মদ সাইফুল সুরাবরদি মহল্লার চকে ৩০০ জন দরিদ্র মানুষের মধ্যে বস্ত্র ও সিমাই বিতরণ করেন। এই অনুষ্ঠানে এলাকার বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন ওয়ার্ড সভাপতি সৈয়দ সাকেরুল হক, কংগ্রেস নেতা কুনাল ব্যানার্জি, সামসাদ হোসেন, আইনুল, অনিরুদ্ধ ব্যানার্জী, বাবু, নুরুল, সানি, আনু, সাহিল মহাপাত্র, অরূপ মুখার্জি, রাজেশ হোসেন, কৃষ্ণ কালী দে, উমর ফারুক, শেখ বাপি, শেখ বুলান, ভোলানাথ দে প্রমুখ।

সংখ্যালঘু সেলের ইফতারে পীরজাদা

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বৃহস্পতিবার উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সেখ ইলিয়াসের উদ্যগে ইফতার মজলিস অনুষ্ঠিত হল তুলসীবেড়িয়ার শ্রীরামপুর ফুটবল মাঠে।
উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃনির্মল মাজি,ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা নাজিমুদ্দিন হুসাইন, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ডাঃ অলোক দাস,হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সেখ জুবের আলম,হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিমল দাস,,আমতা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির দুই কর্মাধ্যক্ষ শুভজিৎ সাহা, তুষার কর সিনহা, তুলসীবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহসীন মোল্লা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মেসির সিদ্ধান্ত মেসিই নেবে, বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বললেন স্কালোনি

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসি কি ২০২৬ বিশ্বকাপেও খেলবেন? আর্জেন্টিনা ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই প্রশ্নটা ভেসে বেড়াচ্ছে। পুরোনো সেই প্রশ্নই আবার নতুন করে উঠেছে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনা ব্রাজিলকে বিধ্বস্ত করার পর। গতকাল ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলেননি মেসি। আর্জেন্টিনা অধিনায়ক ছিলেন না উরুগুয়ের বিপক্ষে আগের ম্যাচেও। 'মেসিকে ছাড়াও আমরা জিততে পারি'—উরুগুয়ের পর ব্রাজিলকেও হারিয়ে এমন বার্তাই দিয়ে রেখেছে আর্জেন্টিনার অপেক্ষাকৃত তরুণ দলটি।
ব্রাজিলকে ৪-১ গোলে হারানোর আগেই নিশ্চিত হয়ে যায় ২০২৬ বিশ্বকাপেও থাকছে আর্জেন্টিনা। বাছাইপর্বের ঝামেলা চোকানোর পর আর্জেন্টিনার সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন ৩৭ বছর বয়সী মেসির ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলা না-খেলা নিয়ে। মেসি কি টানা দ্বিতীয়বার আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতাতে থাকছেন, ব্রাজিল ম্যাচের পর এমন প্রশ্নই করা হয়েছিল দলটির কোচ লিওনেল স্কালোনিকে।
আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী কোচ সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে বলেন, 'দেখা যাক কী হয়, এখনো তো অনেক সময় আছে।'
এরপর স্কালোনি এই প্রশ্ন করে মেসিকে বিব্রত না করার অনুরোধ জানিয়েছেন, 'আমাদের ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে হবে, নইলে তো এই এক বিষয় নিয়েই সারা বছর কথা বলতে হবে। তার সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে দিতে হবে, দেখি না কী হয়। সে যখন চাইবে, তখনই সিদ্ধান্ত নেবে। এ নিয়ে তাকে পাগল করে দেওয়া উচিত হবে না।' যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে খেলা মেসি এই মুহূর্তে অ্যাডাক্টর মাসলের চোটে ভুগছেন। আটবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী মহাতারকা অবশ্য এ মৌসুমে বেশ কয়েকবারই চোটের কারণে সাইডলাইনে বসে ছিলেন।
চোট ও বয়স মেসির ফুটবল ভবিষ্যতে কালো ছায়া ফেলতে শুরু করলেও সতীর্থদের বিশ্বাস তাঁর এখনো অনেক কিছুই দেওয়ার বাকি। ব্রাজিলের বিপক্ষে এক গোল করা স্ট্রাইকার হুলিয়ান আলভারেজ তো সরাসরিই বলে দিয়েছেন মেসি থাকলে আরও ভালো করবেন তাঁরা, 'মেসি থাকলে আমরা হয়তো আরও ২-৩ গোল বেশি করতাম।'
তবে পুরো আর্জেন্টিনার মনের কথাটা যেন বলে দিয়েছেন রদ্রিগো দি পল। মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে ব্রাজিলকে বিধ্বস্ত করার পর এই মিডফিল্ডার বলেছেন, 'আমরা তখনই সবচেয়ে বেশি ভালো খেলি, যখন ১০ নম্বর খেলেন। কারণ, তিনিই সর্বকালের সেরা।'

২৫ বলের ১২ টিতে চার-ছক্কা, হায়দরাবাদকে তছনছ পুরানের

আপনজন ডেস্ক: গত মৌসুমের ঘটনা। লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের করা ১৬৫ রান ৯.৪ ওভারে তাড়া করেছিলেন সানরাইজ হায়দরাবাদের দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা ও ট্রাভিস হেড। হায়দরাবাদকে পেয়ে আজ অনেকটা সেই ম্যাচের প্রতিশোধ নিতেই বোধ হয় চেয়েছিলেন নিকোলাস পুরান। নিয়েছেনও। নিজে খেলেছেন ২৫ বলে ৭০ রানের ইনিংস। হায়দরাবাদের করা ১৯০ রান ২৩ বল ও ৫ উইকেট বাকি থাকতেই তাড়া করেছে তাঁর দল লক্ষ্ণৌ।
রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে হায়দরাবাদের বিপক্ষে মাত্র ১৮ বলে ফিফটি করেন পুরান, এবারের আইপিএলে যা দ্রুততম। প্রথম ম্যাচেও ফিফটি পেয়েছিলেন পুরান, সেদিন ফিফটি করেন ২৪ বলে। আজ তাঁর ইনিংসে ছিল ৬ চার ও ৬টি ছক্কা। হায়দরাবাদকে অনেকটা হায়দরাবাদের মতো করেই পিটিয়েছেন এই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার।
ফিফটি পান ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার হিসেবে নামা মিচেল মার্শও। ৩১ বলে ৫২ রান করেছেন এই ওপেনার। এটি তাঁর টানা দ্বিতীয় ফিফটি। প্রথম ম্যাচে শূন্য করা ঋষভ পন্ত আজও ছিলেন ব্যর্থ। আউট হন ১৫ বলে ১৫ রান করে। নইলে তো ১৩-১৪ ওভারের মধ্যেই খেলা শেষ হতে পারত।
টসে হেরে ব্যাটিং করতে নামা হায়দরাবাদের ব্যাটসম্যানরা ছিলেন নিশ্চুপ। মানে তাঁদের মান অনুযায়ী আক্রমণাত্মক হতে পারেননি। ইনিংসের তৃতীয় ওভারেই শার্দূল ঠাকুরের বলে অভিষেক শর্মা ও ঈশান কিষানকে হারিয়ে চাপে পড়ে দলটি।
এরপরও ৬ ওভারে দলটি করে ২ উইকেটে ৬২ রান। ২৮ বলে ৪৭ রান করে ট্রাভিস হেড আউট হলে হাইনরিখ ক্লাসেন এসে তাঁর মতো ব্যাট চালান। তবে ১৭ বলে ২৬ রান করে রানআউট হয়ে যান ক্লাসেন। এই প্রোটিয়া ব্যাটসম্যান ফিরে গেলে অনিকেত বার্মার ১৩ বলে ৩৬ ও প্যাট কামিন্সের ৪ বলে ১৮ রানের ক্যামিওতে ১৯০ রান তুলতে পারে হায়দরাবাদ।
এবারের আইপিএলে এটিই লক্ষ্ণৌর প্রথম জয়। নিজেদের প্রথম ম্যাচে দিল্লির কাছে হেরেছে লক্ষ্ণৌ। প্রথম ম্যাচে রাজস্থানকে হারানো হায়দরাবাদের এটিই প্রথম হার।

রোনাল্ডোকে সবচেয়ে পরিপূর্ণ খেলোয়াড়, প্রাক্তন ফ্রান্স তরকা

আপনজন ডেস্ক: আমিই ফুটবলে সবচেয়ে পরিপূর্ণ খেলোয়াড়—গত মাসে এমন দাবি করেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। তখন এ নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা হলেও পর্তুগালের কিংবদন্তির কথার সঙ্গে একমত লুইস সাহা। ফ্রান্সের সাবেক ফরোয়ার্ড মনে করেন, রোনাল্ডোই সবচেয়ে পরিপূর্ণ খেলোয়াড়।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমনটিই জানিয়েছেন সাহা। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক সতীর্থকে সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার সম্বোধন করে তিনি বলেছেন, 'আমি সব সময় বলে এসেছি সেই সবচেয়ে পরিপূর্ণ খেলোয়াড়। এ ক্ষেত্রে অন্য যেকোনো খেলোয়াড়ও মাঠে সব কিছু করতে পারে। তবে সব কিছু মিলিয়ে যেকোনো খেলায় যেকোনো পর্যায় থেকে যদি শুরু করতে চান তাহলে অবশ্যই সে ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে সেরা সংস্করণ। যদি আপনি কিছুটা ভিন্ন স্টাইলে দেখতে চান তাহলে আপনার দলে থাকা অন্য খেলোয়াড় বা মেধাবীদের দিকে তাকাতে পারেন।
তবে একটা যন্ত্র বা রোবট হিসেবে দেখতে চাইলে সেই সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে।'
ক্যারিয়ারের গোধূলিলগ্নে পৌঁছা রোনাল্ডোর খেলা দেখে এখনো অভিভূত হন বলে জানিয়েছেন সাহা। ৪৬ বছর বয়সী সাবেক ফরাসি ফরোয়ার্ড বলেছেন, 'মনে করি, এখনো তার ২০ বছর বয়সী একজন খেলোয়াড়ের হৃদয় আছে। সে প্রতিটি আবেগ প্রকাশ করে। সে সেখানে (২০২৬ বিশ্বকাপ) থাকতে চায়। আশা করি, সে দলকে সহায়তা করে তা প্রমাণও করতে পারে। সে এটাই করেছে (ডেনমার্কের বিপক্ষে)। এ বয়সেও তার এমন খেলা দেখে আমি অভিভূত হই। এটা বিশাল এক অর্জন।'
আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ ও গোল করা খেলোয়াড় রোনাল্ডো। ক্লাব পর্যায়েও সবচেয়ে বেশি গোল তারই। ২১৯ ম্যাচে ১৩৬ আন্তর্জাতিক গোলের মালিক ব্যক্তিগত সব অর্জনই জিতেছেন ৪০ বছর বয়সী তারকা।
দলীয়ভাবে শুধু বিশ্বকাপ ছাড়া তার নামের পাশে সব ট্রফিই আছে। সেই অধরা স্বপ্ন পূরণ করতেই ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে চান তিনি।

আইপিএল চলাকালেই নির্ধারণ হবে রোহিতের ভাগ্য

আপনজন ডেস্ক: ভারতের রঙিন পোশাকে যার এত অর্জন, সেই রোহিত শর্মা সাদা পোশাকে বড্ড মলিন। শেষ কয়েক মাস যাবৎ তাকে নিয়ে আলোচনা। টেস্টে রান পাচ্ছেন না, দলও হচ্ছিল ব্যর্থ। চাপটা পাহাড়সম হয়ে আসে অধিনায়ক রোহিতের কাঁধে। মাঝে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতাতেও হয়ত মন গলেনি ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের।
রোহিতের টেস্ট ভবিষৎ নিয়ে ভাবছে বোর্ড। তাকে বাদ অবশ্য এখনই দিতে চায় না। তবে বিসিসিআই তাকে শেষের সুযোগ দিচ্ছে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে নেতৃত্বও থাকবে। তবে রোহিত কতদিন সাদা পোশাকে খেলবেন, তা তিনি নিজে এবং তার পারফর্ম ঠিক করে দেবে। দেশটির গণমাধ্যম পিটিআই জানিয়েছে, আইপিএলের শেষদিকে রোহিত জানতে পারবেন ধ্রুব সত্য। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুটি টেস্ট সিরিজে হতাশাজনক পারফরম্যান্স সত্ত্বেও রোহিতে আস্থা রাখছে ভারত। ইংল্যান্ডে ভারতের টেস্ট দলকে নেতৃত্ব দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের এক সূত্র পিটিআইকে বলেন, 'দল ঘোষণার জন্য যথেষ্ট সময় আছে। সম্ভবত (আইপিএলের) নক-আউটের আগে বা নক-আউট ম্যাচের পরে। তখনই স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে কোন খেলোয়াড়দের পাওয়া যাবে সেই বিষয়ে।' তবে রোহিত বা কোহলির বিষয় আলাদা করে বলেননি তিনি। কিন্তু বিসিসিআই যে ওই সিরিজে জশপ্রীত বুমরাহকে চাচ্ছে, তা জানিয়েছে সূত্র।
আইপিএলের নকআউট পর্ব ২০, ২১ এবং ২৩ মে। এখন চলছে লিগ পর্ব। ফাইনাল ২৫ মে। ৪৫ দিনের সফরে ২০ জুন হেডিংলিতে প্রথম টেস্ট খেলবে ভারত। ইংলিশদের বিপক্ষে আছে দুটি চারদিনের প্রস্তুতি ম্যাচও। সেখানেও কয়েকজন সিনিয়রকে খেলাতে চায় ভারত। তবে আইপিএল শেষ হলেই সবাইকে পাবে নির্বাচকরা। তবে আইপিএল শেষ হওয়ার আগেই দল দিয়ে দেবে বিসিসিআই।

বিশ্বকাপে, পর্তুগালের খবর কী!

আপনজন ডেস্ক: চার ম্যাচ হাতে রেখেই বিশ্বকাপে উঠে গেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। যার অর্থ, হঠাৎ করে অবসরের সিদ্ধান্ত না নিয়ে ফেললে ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলছেন লিওনেল মেসি।
গতকাল সকালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলকে ৪-১ গোলে হারানোর আগেই নিশ্চিত হয়ে যায় মেসির আর্জেন্টিনা যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকোকে যাচ্ছে। মেসিদের তো আরেকটি বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোদের খবর কী? উত্তরটা হলো, রোনাল্ডোদের বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব এখনো শুরুই হয়নি।

দুদিনের বারুইপুর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে গেল বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: খেলাধুলার মানকে বজায় রাখতে ছেলেমেয়েদেরকে খেলার সাথে যুক্ত রাখতে ও আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের নাম উজ্জ্বল করতে স্কুল স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বারুইপুর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদের সহযোগিতায় জয়নগর এক নম্বর আঞ্চলিক বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিদর্শকের ব্যবস্থাপনায় দুদিনের ২৭ তম মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে গেল জয়নগর থানার বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে। ২৬ শে মার্চ এই খেলার সূচনা হয়। ২৭ শে মার্চ এই খেলার শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর মহকুমা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আফতাব আলম, জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, জয়নগর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, জয়নগর মজিলপুর জেএম ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর মন্ডল, বহড়ু হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চম্পক মিশ্র, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিউর রহমান লস্কর, সিনিয়র সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদের সম্পাদক সফিউর রহমান লস্কর, শিক্ষক জাহাঙ্গীর লস্কর, শিক্ষিকা মলিনা নাথ সহ আরো অনেকে। এই দুদিন বারুইপুর মহকুমার ৭ টি ব্লকের ২৮০ টি স্কুল থেকে দুশো জন প্রতিযোগী অংশ নেন বিভিন্ন ইভেন্টে। দুদিনে মোট ৭৭ টি ইভেন্টের খেলা এখানে অনুষ্ঠিত হয়। ১৪, ১৭ ও ১৯ বছরের ছেলে মেয়েরা এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। অলিম্পিকের বেশির ভাগ ইভেন্ট এই প্রতিযোগিতায় স্থান পায়। মশাল দৌড়, হাই জ্যাম লং জাম,তীরন্দাজ সহ একাধিক ইভেন্টে অংশ নেন প্রতিযোগীরা। শেষ দিনে সফল প্রতিযোগীদের হাতে সার্টিফিকেট ও মেডেল তুলে দেন বারুইপুর মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আফতাব আলম, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার সহ অন্যান্যরা। আগামী ১৬ ও ১৭ ই এপ্রিল নরেন্দ্রপুরে জেলা স্তরের বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। দুদিনের এই প্রতিযোগিতা দেখতে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে।

বিশ্বকাপের চেয়ে ৩ গুণ বেশি অর্থ পাবে ক্লাব বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন!

আপনজন ডেস্ক: ক্লাব ফুটবলের হিসাব বদলে দিতে যাচ্ছে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। নতুন আঙ্গিকে বৃহৎ পরিসরে শুরু হতে যাচ্ছে টুর্নামেন্টটি। চলতি মাসের শুরুর দিকে ফিফা জানায়, এবারের ক্লাব বিশ্বকাপের প্রাইজমানি ১ বিলিয়ন ডলার। চ্যাম্পিয়ন দল আর অন্যরা কত টাকা পাবে, বুধবার সেটি প্রকাশ করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সে হিসেবে ইউরোপের শীর্ষ কোনো দল যদি শিরোপা জেতে, তবে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার চেয়ে ৩ গুণ বেশি অর্থ পাবে তারা।
৬ মহাদেশের ৩২টি দল নিয়ে এই নতুন আঙ্গিকের ক্লাব বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ১৪ই জুন থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের ১১ শহরের ১২টি ভেন্যুতে গড়াবে এই টুর্নামেন্ট, যার পর্দা নামবে ১৩ই জুলাই। আসন্ন এই টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে যে অর্থের হিসেব ফিফা সামনে এনেছে, তা চোখ কপালে তোলার মতোই। ফিফা আগেই জানিয়ে রাখে যে, এবারের আসরে পুরস্কার দেয়া হবে ১০০ কোটি মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১২ হাজার ১৫৭ কোটি ২৬ লাখ টাকা। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জিতে আর্জেন্টাইনদের পকেটে ঢুকে ৪ কোটি ২০ লাখ ডলার। সে সময়ে এর মূল্য বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৪৪০ কোটি হলেও বর্তমানে তা ৫১০ কোটি ৬০ লাখেরও বেশি। ইউরোপের শীর্ষ কোনো ক্লাব, যেমন রিয়াল মাদ্রিদ যদি চ্যাম্পিয়ন হয়, তবে তারা পেতে পারে সর্বোচ্চ ১২ কোটি ৫০ লাখ ডলার অর্থাৎ প্রায় ১ হাজার ৫১৯ কোটি ৬৫ লাখ ডলার। বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনার চেয়ে প্রায় ৩ গুণ বেশি। ফিফা জানিয়েছে, টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রতি ক্লাবকে দেয়া হবে মোট ৫২ কোটি ৫০ লাখ টাকা, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৬ হাজার ৩৮২ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। ইউরোপের শীর্ষ র‍্যাঙ্কিংধারী ক্লাব অংশ নিয়ে পাবে ৩ কোটি ৮১ লাখ ৯০ হাজার ডলার (প্রায় ৪৬৪ কোটি ২৬ লাখ টাকা), ওশেনিয়া মহাদেশ থেকে খেলা একমাত্র ক্লাব অকল্যান্ড সিটি পাবে ৩৫ লাখ ৮০ হাজার ডলার (প্রায় ৪৩ কোটি ৫২ লাখ টাকা)। নতুন আঙ্গিকের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে প্রতিটি ম্যাচের জয়ী দলের খাতায় যোগ হবে ২০ লাখ ডলার (২৪ কোটি ৩০ লাখ টাকা)) এবং ম্যাচ ড্র হলে দু'দল অর্ধেক টাকা ভাগ করে নেবে। শেষ ষোলোতে জয়ী ৮ দলের পকেটে ঢুকবে ৭৫ লাখ ডলার করে (৯১ কোটি ১৭ লাখ টাকা)। কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ী ৪ ক্লাব পাবে ১ কোটি ৩১ লাখ ২৫ হাজার ডলার (১৫৯ কোটি ৫৬ লাখ টাকা), দুই ফাইনালিস্ট দল পাবে ২ কোটি ১০ লাখ ডলার (২৫৫ কোটি ৩০ লাখ টাকা। আর রানার্সআপ দলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ৩ কোটি ডলার (৩৬৪ কোটি ৭১ লাখ টাকা) এবং জয়ী দল পাবে ৪ কোটি ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪৮৬ কোটি ২৯ লাখ টাকা। পুরস্কার ঘোষণা করতে গিয়ে ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো বলেন, 'এই ফুটবল টুর্নামেন্টে সর্বকালের সবচেয়ে বড় পুরস্কার দেয়া হবে, যেখানে জয়ী দলকে ১২ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার সম্ভাব্য অর্থ প্রদানের সম্ভাবনা আছে।'

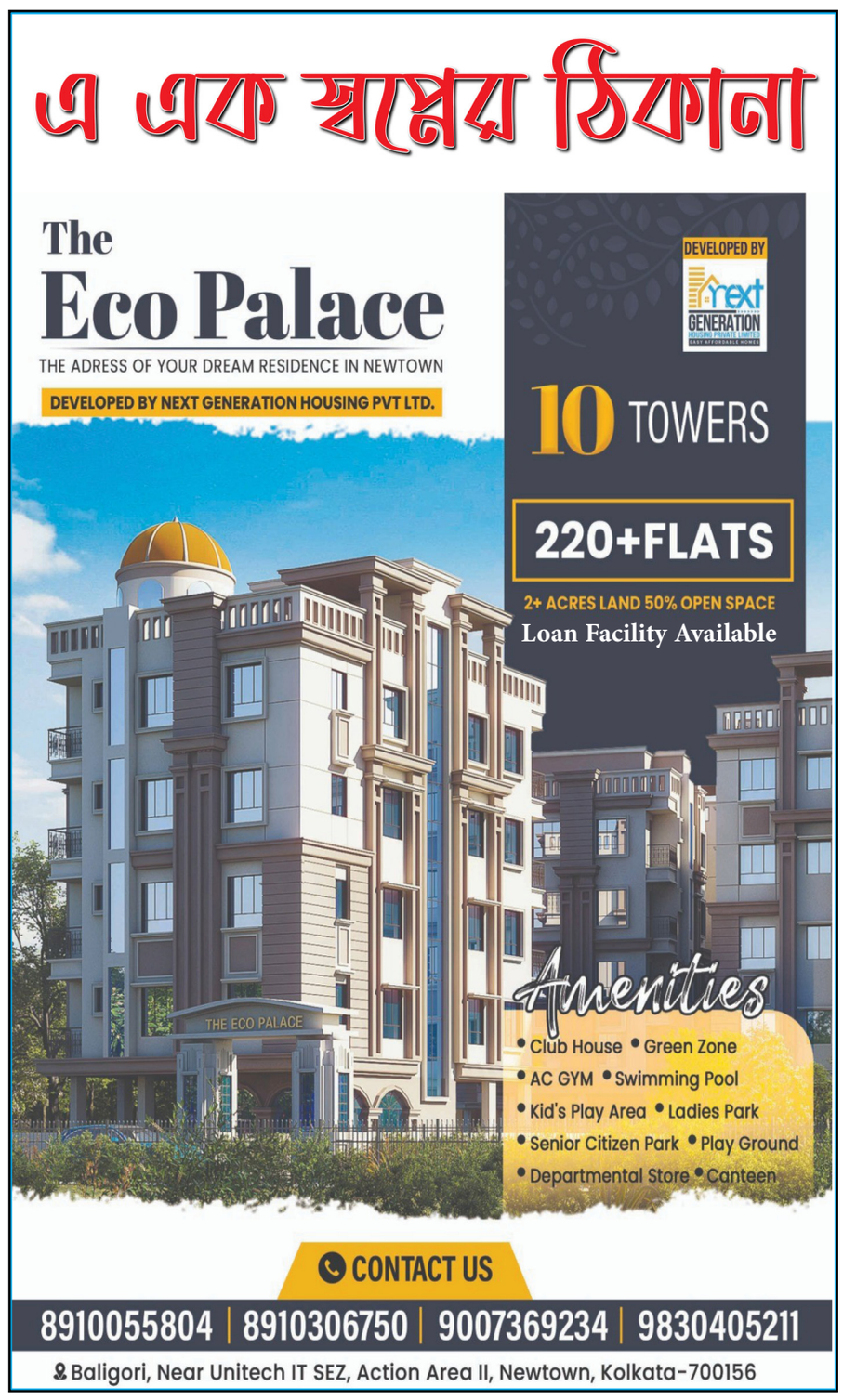

প্রথম দেখায় কোনটা আসল কিলিয়ান এমবাপ্পে, বোঝাটা কঠিন। মোমের তৈরি নিজের অবয়ব দেখে আসল এমবাপ্পে (বাঁয়ে) নিজেও যেন বিস্মিত। পরে ফ্রান্সের অ্যাওয়ে জার্সি পরা অন্য এমবাপ্পেকে পরিচয় করিয়ে দেন নিজের 'যমজ' বলে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**